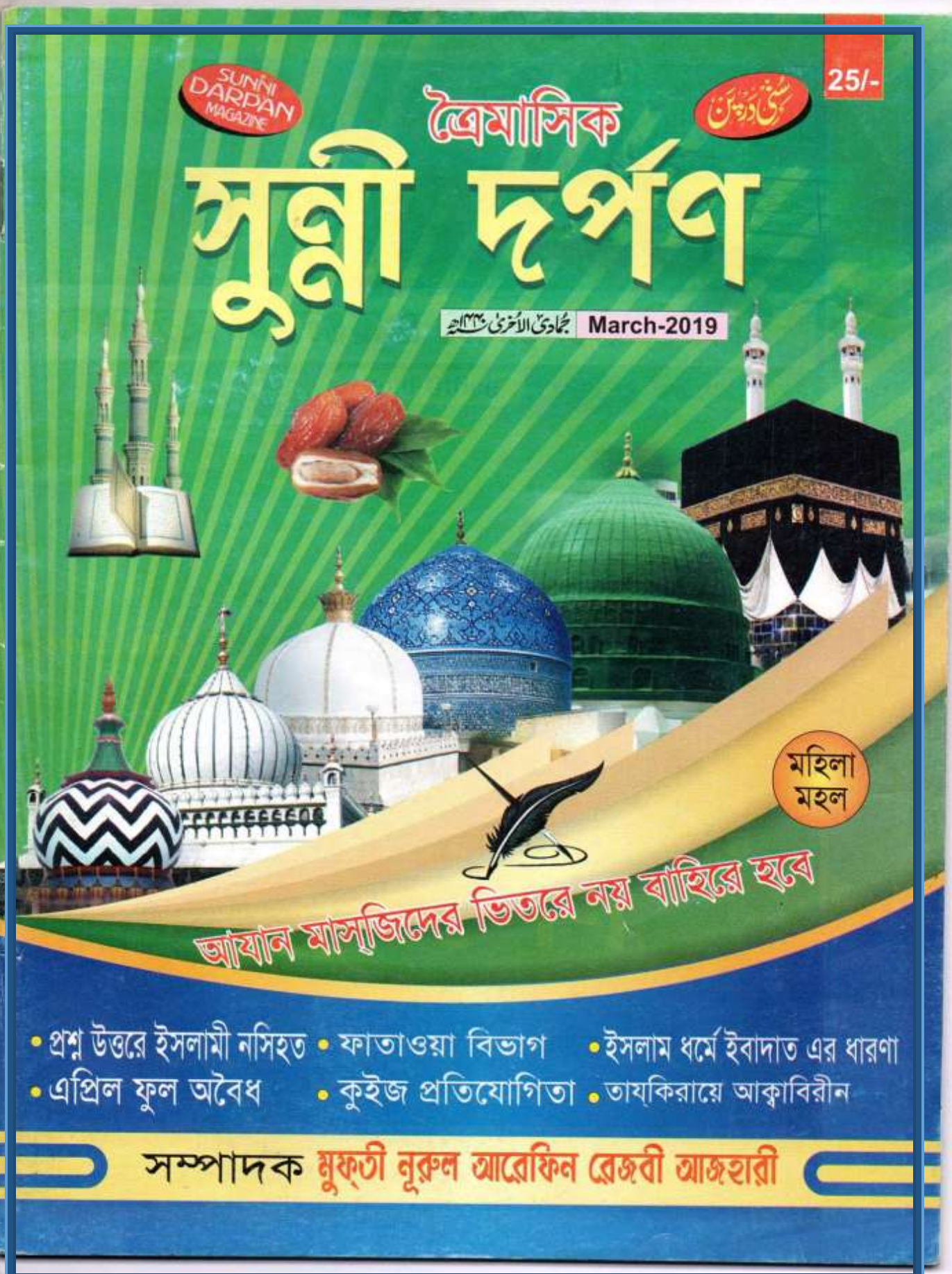

AlAshrafiLibrary
Pdf e Book by Nadir Biswas Ashrafi
GEM,Islamic Research Mission

আনন্দ সংবাদ 786/92/917 সুসংবাদ

রেজবী অ্যাকাডেমীর তরফ হতে অমূল্য উপহার

আলা হাযরাতের ১০০তম উরূষ উপলক্ষে রেজবী অ্যাকাডেমী বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য জগৎ বিখ্যাত আলা হাযরাত ইমামে আহলে সুন্নাতের অনুবাদকৃত উচ্চারণসহ বাংলা ক্বোরআন শরীফ উপহার এনেছে:-

উচ্চারণসহ বাংলা ক্বোরআন;-

কানযুল ঈমান

রেজবী অ্যাকাডেমী প্রকাশিত এই কানযুল ঈমান পড়বেন কেন? পড়ার কারণ হল এর মধ্যে আপনি কয়েকটি নতুনত্ব পাবেন ১)ইহার আরবী অক্ষর খুব উত্তম থাকবে অর্থাৎ সাধারণ ক্বোরআন শরীফে যেধরণের লেখাগুলি রয়েছে হুবহু সেই ধরণেরই লেখাগুলি মোটা মোটা আকারে থাকবে যা পড়তে খুব সহজ হবে ২)বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত নূরুল ইরফানে যে উচ্চারণ আছে সেই ধরণের উচ্চারণ পাবেন ৩)অনান্য বাংলা ক্বোরআন শরীফের অনুবাদে যে ভুলভ্রান্তি আছে যাহা আপনার ঈমানকে নষ্ট করেদিতে পারে তা থেকে আপনি বেঁচে থাকবেন অর্থাৎ নির্ভুল অনুবাদ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ৪)সাধারণভাবে অনান্য বাংলা ক্বোরআন শরীফের তুলনায় কম হাদীয়াতে পেয়ে যাবেন ৫)আর যারা পুস্তক ব্যবসায়ী তাদের জন্য বিশেষভাবে কমিশন(ডিসকাউন্ট) থাকবে। তাই আর দেরী না করে যারা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক শ্রীঘই যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা;- রেজবী অ্যাকাডেমী

উমরপুর,ট্রাফিক মোড়(মাহিন্দ্রা ফাইনান্সের নিচে)রঘুনাথগঞ্জ,মুর্শিদাবাদ

মোবাইল নং- 9734373658, 9153630121

WhatsApp : 9143078543, E-mail : razvi92in@gmail.com,

ISBN Number - 12144IISBNI2018IP

GEM,Islamic Research Mission

৭৮৬/৯২/৯১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ত্রৈমাসিক

সুন্নী দর্পণ

শিক্ষা ধর্ম সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা

সম্পাদক

মুফ্তী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী, পূর্ব বর্ধমান।

সহ-সম্পাদক;-**মুফ্তী আমজাদ হোসাইন সিমনানী আশরাফী,** দ: দিনাজপুর।

সভাপতি

মুফ্তী মুজাহিদুল ক্বাদেরী, শাইখুল হাদীস গাড়িঘাট মাদ্রাসা, মুর্শিদাবাদ

সহ-সভাপতি;-**মুফ্তী আশরাফ রেজা নাঈমী,** রাজমহল

কোষাধ্যক্ষ

হাকীম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

অক্ষর বিন্যাস, প্রুফ নিরীক্ষণঃ-

মুফ্তী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী, পশ্চিম বর্ধমান।

HEAD OFFICE :⏭ TOROYMASIC SUNNI DARPAN
Hakim M.A.Hossain Razvi
Umar Pur Trafiq Mor,Razvi Market,P.O-Ghorshala,
P.S-RaghunathGanj,Dst-Murshidabad(W.B)India,Pin-742235
Mob;9734373658,9732030031,Email;-razvi92in@gmail.com,whats App-9143078543

BRANCH OFFICE :⏭ Mufti Nurul Arefin Rezbi Azhari
Behrampur, Shyamsundar,Raina,Purba Burdwan
Mobile-9732030031,

AlAshrafiLibrary
Library of Islamic e-Books ashrafibd.com wordpress.com

১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা

জামাদিল আখির,১৪৪০হিজরী,মার্চ ২০১৯,বৈশাখ ১৪২৬,আলাহাযরাতের ১০০তম উরূষ উপলক্ষে

রেজা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট,এর পরিচালনায় বাংলা ভাষায় মাসলাকে আলা হাযরাতের বিশেষ মুখপাত্র

স্মরণার্থে

সিরাজুল উম্মাহ্ হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হযরত্ নুমান ইবনে সাবিত **ইমামে আযাম আবু হানীফা** রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

বফয়জে রুহানী

হুযুর গাওসে সামদানী কুতুবে রাব্বানী মাহবুবে সুবহানী শাইখ আব্দুল ক্বাদীর জিলানী ও গিলানী, হুযুর সুলতানুল হিন্দ খাযা গরীব নাওয়াজ,মাহবুবে ইয়াজদানী হুযুর মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী,মুজাদ্দিদে আযাম ইমাম আহমদ রেযা খান মুহাদ্দিসে বেরেলবী রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

পৃষ্ঠ পোষক বা জেরে সারপরস্ত

পীরে ত্বরীকাত জামালে মিল্লাত **হুযুর জামাল রেজা খান** ক্বাদেরী রেজবী নূরী দামাত বারকাতাহু, বেরেলী শরীফ

সূচীপত্র

1-পত্রিকার জন্য খাস দুয়া--4
2-সম্পাদকীয়–5
3-তাফসীরুল ক্বোরআন---7
4-হাদীস শরীফের দ্বারা আক্বাইদ শিক্ষা–9
5-হাত তুলে দুয়ার শারয়ী বিধান --14
6-মাসজিদের মধ্যে মহিলাদের জামায়াত–19
7-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিনের আমল–21
8-ইসলামিক নলেজ-------23
9-প্রশ্ন উত্তরে ইসলামী নসিহত--24
10-এপ্রিল ফুল--26
11-ইসলাম ধর্মে ইবাদাত এর ধারণা--28
12-তাযকিরায়ে আক্বাবিরীন--32
13-ফাতাওয়া বিভাগ--39
14-মহিলা মহল--40
15-আযান মাসজিদের ভিতরে নয় বাহিরে হবে-43
16-আসুন দুয়া শেখি--46
16-কুইজ প্রতিযোগিতা--47

https://ashrafidotcom.wordpress.com

পত্রিকার উপদেষ্টা কমিটি মন্ডলীগণ

★মুফতী মুজাহিদুল ক্বাদেরী,মুর্শিদাবাদ ★মুফতী শাজাহানসাহেব আজিজী, মালদা ★মুফতী লুৎফুর রহমান আযহারী,কিশান গঞ্জ ★মুফতী মুমতাজ হোসেন হাবিবী, রাজমহল ★মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী,রাজমহল ★সাইয়েদ শাহিদ মিয়া ক্বাদেরী রেজবী নূরী,রামপুর ★ মুফতী আনোয়ারুল হাক্ব মুস্তাফাবী ক্বাদেরী রেজবী নূরী,বেরেলী শরীফ ★ ডক্টর গুলাম জাবির শামস্ মিস্বাহী,মুম্বাই ★ডক্টর শাহাবুদ্দীন রেজবী,বেরেলী শরীফ ★মুফতী মুখতার আলাম রেজবী,কলকাতা ★মুফতী মুজাহিদ হোসেন হাবিবী,কলকাতা ★মুফতী গুলাম মুস্তাফা রেজবী, কলকাতা ★সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী ক্বাদেরী,বাড়া দরবার শরীফ◈আলহাজ শাফিকুল ইসলাম রেজবী,মুর্শিদাবাদ ★জনাব আব্দুস্ সালাম রেজবী★সাইয়েদ মাসুদুর রহমান ক্বাদেরী,হাওড়া।

সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ

★মুফতী আব্দুল আযীয কালিমী★মুফতী নাঈমুদ্দীন রেজবী, মুর্শিদাবাদ★মুফতী সাহিমুদ্দীন আজহারী★মুফতী জুবাইর আলাম রেজবী মুজাদ্দেদী ★মুফতী তাফাজ্জুল হোসেন কালিমী,গাড়িঘাট মাদ্রাসা ★মুফতী জিয়াউল মুস্তাফা রেজবী,গাড়িঘাট মাদ্রাসা ★মুফতী শাবির রেজবী,গাড়িঘাট মাদ্রাসা★মুফতী আবুতোরাব রেজবী, গাড়িঘাট মাদ্রাসা ★মুফতী আলামগীর হোসাইন★মাওলানা সমিরুদ্দীন রেজবী★ক্বারী আব্দুল কুদ্দুস রেজবী◈হাজী আব্দুল মান্নান রেজবী★মুফতী ওয়ায়েজুল হাক্ব হাবিবী★মুফতী ফজলুর রহমান, ★ মুফতী শামসুদ্দীন মিসবাহী ★ক্বারী সাইফুদ্দীন রেজবী,গাড়িঘাট মাদ্রাসা ◈সান্দাম হোসেন সাহেব কান্দী ◈জনাব আল্লারাখা বিশ্বাস রেজবী,মুর্শিদাবাদ ★মুফতী ফজলুর রহমান রেজবী মিসবাহী,রাজমহল ★মাওলানা আঈনুল হাক্ব আশরাফী রেজবী কালিমী★মুফতী রাঈসুদ্দীন আশরাফী,মালদা ★মুফতী সাইয়েদ যুলফিকার বারকাতী, দঃ দিনাজ পুর

বিশেষ সদস্যবৃন্দ

★ মুফতি আলী হোসেন রেজবী,মুর্শিদাবাদ★ মাওলানা হেলালুদ্দীন, মুর্শিদাবাদ ★মুফতী রায়হান রেজা রেজবী,ভাণ্ডারা মাদ্রাসা ★মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস,মুর্শিদাবাদ ★মাওলানা হাবিবুর রহমান রেজবী,মুর্শিদাবাদ★মাওলানা জারসিস রেজবী, মুর্শিদাবাদ ★মাওলানা ক্বারি আবুল ক্বালাম রেজবী,মুর্শিদাবাদ ★মাওলানা আলীমুদ্দীন কালিমী মুর্শিদাবাদ★মাওলানা নূরুল ইসলাম,পাঁচ গ্রাম ★মাওলানা বাবুর রহমান,মুর্শিদাবাদ ★মাওলানা আব্দুল মাবুদ,মুর্শিদাবাদ★মাওলানা জিয়াউর রহমান, মুর্শিদাবাদ★ হাফিজ আমিরুল ইসলাম আশরাফী,পূর্ব বর্ধমান★মাওলানা মুখলেসুর রহমান(মুকুল)রঘুনাথ গঞ্জ ★হাজী আইয়ুব সাহেব,মুর্শিদাবাদ, ★মাওলানা কবিরুদ্দীন ★ মাওলানা আব্দুল ক্বাইউম(শাইখুল হাদীস সাঈদা পুর মাদ্রাসা)★ মাওলান জুবাইর আলাম ★ মাওলানা আব্দুল লতীফ★মুফতী বাহাউদ্দীন রেজবী, মোথাবাড়ি★ হাফিয আজমাত সাহেব,মালদা★ মাওলানা তাহক্বীক রেজবী কান্দী★ মুফতী রাফিকুল ইসলাম★মুফতী উমার ফারুক্ব মিসবাহী ২৪পরগণা ★মাওলানা আফতাব রেজবী ★মাওলানা শাহাবুদ্দীন রেজবী মুক্তার পুর★মাওলানা আযহারুল হক্ব রেজবী ২৪পরগণা ★মাওলানা জুলফিক্বার ২৪প্রগণা★মাওলানা মাঈনুদ্দীন ক্বাদ্বেরী পুটখালী ২৪পরগনা★মাওলানা মুস্তাকীম ইসলাম পুর★মাওলানা ইউনুস ক্বাদ্বেরী বাকুড়া★মাওলানা আব্দুল মালেক,দিনাজপুর ★মুফতী শাজাহান বীরভূম★ মুফতী মাসুদ আলাম মিসবাহী ভাটুল দিনাজপুর★মাওলানা ইসাহাক্ব আশরাফি হেমতাবাদ দিনাজ পুর ★মুফতী শাজাহান কালিমী, কালিমীয়া বুক ডিপো,মালদা ★মুফতী আকক্বাস নাঈমী,মালদা ★মুফতী আব্দুর রাকীব আলিমী,মালদা ◈মাষ্টার আবুল ক্বালাম,মালদা ★মুফতী আসাদুল্লাহ কালিমী,উত্তর দিনাজ পুর★মাওলানা আব্দুল জাব্বার আশরাফী, দ: দিনাজ পুর ★মাওলানা নূরুদ্দীন রেজা রেজবী, দ: দিনাজ পুর ★মাওলানা আব্দুল হান্নান,ঝাড়খণ্ড★ মাওলানা বশিরুদ্দীন রেজবী,সিয়ান মাদ্রাসা বীরভূম ★ক্বারী আমানুল্লাহ,বোলপুর ★মাওলানা মুয়াজ্জাম হোসেন কালিমী,মুর্শিদাবাদ★ মাওলানা আমির হামজা রেজবী, বীরভূম ★মাওলানা আমিরুল ইসলাম রেজবী,বীরভূম★ মুফতী আনিকুল ইসলাম,বীরভূম ★হাফিজ রঈসুদ্দীন আশরাফী,বীরভূম ★মাওলানা কিতাবুদ্দীন,বীরভূম ★মাওলানা নিজামুদ্দীন,বীরভূম ★ মুফতী আখতার আলী,শিলিগুড়ি ★ মাওলানা মুশাররাফ রেজবী,দান্য মাদ্রাসা,পশ্চিম বর্ধমান ★মাওলানা আমানুল্লাহ,কেনিং ◈নাজিমুদ্দীন রেজবী মেটিয়া বুরুজ,★মাওলানা জুবাইর আলাম আসাম,★ মাওলানা হাসানুজ্জামান রেজবী,খাঁ পুর দঃ ২৪ পরগণা,★মাওলানা নজরুল ইসলাম রেজবী,খাঁ পুর দঃ২৪পরগণা ★মাওলানা কামরুদ্দীন রেজবী, বাঁকুড়া,◈মহম্মদ জুলফিক্বার ভুট্টু, ফকির ডাঙ্গা,◈আব্দুল মান্নান,গলসি,◈গোলাম শাহ,কাপসিট ◈কাজী নূরুল হাসান,দুবরাজ হাট,◈ড:লুক্বমান সাহেব, প্রফেসর(তিন সুখিয়া কলেজ, বাখসা,আসাম)◈ মুহিববুর রহমান,প্রেসিডেন্ট সুন্নী ফাউণ্ডেশন,কাছাড়,শিলচর, আসাম) ★ মাওলানা ফারুক্ব আব্দুল্লাহ নূরী(আসাম)★ মাওলানা আলিমুদ্দীন(আগরপাড়া,ত্রিপুরা)★ ডঃ সাইখুল ইসলাম আজহারী,বাংলাদেশ★ মাওলানাজুলফিক্বার রেজবী,হাওড়া, ★ মুফতী জিয়াউর রহমান,রায়গঞ্জ,★ হাফীজ মহিবুল ইসলাম,চাঁন্দুর,★ মহম্মদ সাফিকুল ইসলাম,উঃ২৪ পরগণা ★মাওলানা ওলিউল্লাহ রেজবী বরাক,আসাম,◈সাইয়েদ আবু শ্যামা,আসাম ◈ফিরোজ আহমদ লস্কর শিলচর,আসাম ◈জনাব শাহাদাত আলী খাঁন রেজবী,কাঁথী-পূর্ব মেদেনীপুর ◈জাকির হোসেন হাবিবী,কাঁথী-পূর্ব মেদেনী পুর।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

পত্রিকার জন্য খাস দুয়া

পীরে ত্বরীকাত জামালে মিল্লাত **হুযুর জামাল রেজা খান** ক্বাদেরী রেজবী নূরী দামাত বারকাতাহু,বেরেলী শরীফ

۷۸۶ / ۹۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

بڑی مسرت کی بات ہے کہ عمر پور ضلع مرشد آباد سے مسلک اعلحضرت کی تبلیغ واشاعت کیلئے ایک سنی رسالہ بنام (سنی درپن) عنقریب شائع ہونے جارہا ہے مجھے امید ہی نہی بلکہ یقین ہے اس بنگلہ رسالہ کی معرفت سنی بنگالی مسلمانوں کو خاطر خواں فیض ملے گا اللہ سے دعاء ہے کہ اس رسالہ کو قبولیت عام نصیب فرمائے اور اس رسالہ کے ایڈیٹر وتمام اراکین ومعاوینن کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے

آمین

ভাষান্তর

মুফ্‌তী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

বড় আনন্দের সংবাদ এই যে,মুর্শিদাবাদ জেলার ওমার পুর হইতে মাসলাকে আলা হাযরাতের প্রচার ও প্রসারের জন্য খুব তাড়াতাড়ি সুন্নী দর্পণ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ হইতে চলিয়াছে। আমি শুধু আশা করিতেছিনা বরং দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, এই বাংলা পত্রিকার মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলমানগণ যথেষ্টভাবে উপকৃত হইবে। আল্লাহর নিকটে দুয়া প্রার্থনা করিতেছি যে,এই পত্রিকাকে যেন সর্ব সাধারণের কাছে উপযোগী করিয়াদেন এবং এই পত্রিকার সম্পাদক ও এই পত্রিকার সাথে জড়িত সমস্ত ব্যক্তিগণ এবং সাহায্যকারীগণকে দ্বীন ও দুনিয়ার নিয়ামতে মালামাল করিয়াদেন।

আমিন।–

হুযুরের সহি------

৭ ফেব্রুয়ারী,২০১৯

https://ashrafidotcom.wordpress.com

সম্পাদকীয়---

মানব শিক্ষার বিকাশে ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নাই

মানব সভ্যতা বিকাশের যতগুলি সৎগুনের প্রয়োজন,ইসলাম তার সবই ব্যাখ্যা দিয়েছে। নীতি-নৈতিকতা ধ্বংসের পিছনে মানুষকে পশু স্বভাবে উদ্বেলিত করতে যতগুলো দোষ ও অপকর্ম ক্রিয়াশীল ইসলাম শুধু তা নিষেধই করেনি বরং তার মূলোৎপাটনের ঘোষণাও দিয়েছে।

উদাহরণ স্বরুপ,মদ-জুয়া,সুদ-ঘুষ প্রভৃতি সব অপকর্মের মূল অ্যাখ্যায়িত করে তা বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র ক্বোরআনে ইরশাদ করেনঃ-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ-হে ইমানদারগ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য-নির্ণায়ক সব হল অপবিত্র,শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকো। যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো(সুরা মায়িদা পারা-৭ আয়াত-৯০,কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

'O believers! Wine and gambling and idols and divining arrows are only unclean things, a work of devil (Satan)then save yourselves from them, so that you may prosper(Kanz-UL-Eeman).

পবিত্র হাদীস শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ-

انشاذ تعذيب وعلي السبع الموبقات قالوا يارسول الله وما هو قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالله واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

অর্থাৎ,ধ্বংসাত্মক সাতটি জিনিস থেকে তোমরা বেঁচে থাকো সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ! ওই সাতটি জিনিস কি কি? রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম ইরশাদ করেন,সেগুলি হলো:-১)আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা; ২)জাদু করা; ৩)অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা; ৪)সুদ খাওয়া; ৫)এতিমের মাল আত্মসাৎ করা; ৬)যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা; ৭)সতী-সাধ্বী মুসলিম নারীদের উপর অপবাদ আরোপ করা(বুখারী,মুসলিম)।

এছাড়া ব্যভিচারের মতো ঘৃণিত পাপাচারকে অশ্লীল কাজ অ্যাখ্যা দিয়ে তার ধারে-কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে,মহান রাব্বুল আ লামীন আরো ইরশাদ করেছেনঃ-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝

অর্থাৎ:-এবং অবৈধ যৌন-সম্ভোগের নিকট যেওনা। নিশ্চয় সেটা অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ(সুরা বানি ইস্রাইল,পারা১৫,আয়াত-৩২,কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

And approach not adultery, undoubtedly that is immodesty and a very vile path (Kanz-UL-Eeman)..

https://ashrafidotcom.wordpress.com

আরো ইরশাদ হয়েছেঃ-

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي
الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

অনুবাদঃ-ঐসব লোক,যারা চায় যে,মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রকাশ হোক,তাদের জন্য মর্মন্তিক শাস্তি রয়েছে দুনিয়া ও আ খিরাতে এবং আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না(সুরা-নূর,পারা-১৮, আয়াত-১৯,কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

Those who desire that scandal should spread among the Muslims, for them is the painful torment in this world And the Hereafter And Allah knows and you know not.(Kanz-UL-Eeman)..

এরুপভাবে প্রতিটি সৎকর্ম ও অপকর্মের পৃথক পৃথক ব্যাখা একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। প্রতিটি স্তর নির্ণয় পুরস্কার এবং তিরস্কারের মাপকাঠি, দুনিয়া আখেরাতে এর বদলা ও শাস্তির পূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে।

সে কারণে বলা যায় ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত হলেই ভয়াবহ অবক্ষয়ের মূল উৎপাটন সম্ভব। আর ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজ কখনো সামাজিক ও নৈতিক অপরাধের দিকে অগ্রসর হয় না। উল্লেখিত অপরাধগুলো মাত্রতিরিক্ত ক্রমবর্ধমান তা সমাজকে অধঃপতনের দিকে নিক্ষেপ করেছে। যেমন সামাজিক,অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অস্থিরতা,দাম্পত্য কলহ ও স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস হীনতা,হত্যা, লুণ্ঠন, চুরি,দুর্নীতি ও অনিয়ম তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার অশ্লীলতা বেহায়াপনা ইত্যাদি যেন সমাজের দুরারোগ্য ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এগুলি আরো বেগবান হলে সমাজের উদ্দেশ্য ধ্বংস অনিবার্য।

একথা দাবীর সহিত বলা যায় যে,সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ হল ইসলামী শিক্ষার অভাব,ইসলামী শিক্ষার প্রতি উদাসিনতা । আর এই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হলে অবশ্যই সমাজ হতে এসকল অপকর্মগুলি নির্মুল করা সম্ভব হবে অনুরুপ সঠিকভাবে চরিত্র গঠনের সহায়ক হবে। সমাজ অবক্ষয়ের করাল গ্রাস হতেও মুক্তি পাবে।

■❖■

শোক সংবাদঃ-৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৪০ মিনিটে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শাহাপুর বাসেতীয়া খানকার গদ্দিনাশিন সৈয়দ আবুল ফজল সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁর বড় ছেলে সৈয়দ আশিকুর রহমান সাহেব তাঁর জানাযা পড়ান। অসংখ্য লোক ঐ জানাযতে অংশগ্রহন করেন। তাকে বাসেতীয়া দরবারের পাশেই দাফন করা হয়। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। আমাদের সুন্নী দর্পণ পত্রিকার তরফ থেকে তার রুহের মাগফিরাতের কামনা করছি। (আমিন বি জাহি সাইয়্যেদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

✈ সুন্নী হাজ্জ ও উমরা গাইড

আপনি হাজ্জ করতে যেতে চাইছেন? কিন্তু সুন্নী গাইড পাচ্ছেন না! চিন্তা নেই এখন বর্তমানে হাজ্জ করানোর জন্য রেডি আছেন, শুধু ফোন করে জেনে নিন নিচের নম্বর হতে। বছরের যে কোন সময় সুন্নী মুয়াল্লিম দ্বারা উমরা অতি স্বল্প মুল্যে করানো হয়। পুরুষ স্ত্রী নির্বশেষে যে কেউ যোগাযোগ করতে পারেন। তাই যারা হাজ্জ এবং উমরা করতে ইচ্ছুক আজই যোগাযোগ করুন।

------ফোন নাম্বার–9732030031,9609746560

https://ashrafidotcom.wordpress.com/

তরজমা কানযুল ঈমান | তাফসীরুল কোরআন | তাফসীর নূরুল ইরফান

কানযুল ঈমানঃ-মুজাদ্দীদে আযাম ইমাম আহমদ রেজা খান মুহাদ্দীসে বেরেলবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।
নূরুল ইরফানঃ-হাকিমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

আয়াত-৪ রুকু-১	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির রাহিম। আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ,যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়।	সুরা-ইখলাস ★ মাক্কী

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

উচ্চারণ;-১)কুল হুয়াল্লা হু আহাদ। ২)আল্লা হুস্ সামাদ্ ৩)লাম্ ইয়ালিদ ওয়ালাম্ ইউলাদ ৪)ওয়ালাম্ ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ্।

অনুবাদ:-১)আপনি বলুন,[১] তিনি আল্লাহ্, তিনি এক[২] ২)আল্লাহ্ পরামুক্ষাপেক্ষী নন[৩] ৩)না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন এবং না তিনি কারোর থেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন[৪] ৪)এবং না আছে কেউ তার সমকক্ষ হবার।[৫]

EnglishTranslation

Allah in the name of The Most Affectionate, the Merciful.

1. Say you, He is Allah, the one. 2. Allah the Independent, Care free. 3. He begot none' nor was He begotten. 4. And nor anyone is equal to Him."KANZ-UL-EEMAN"

তাফসীর

★এই সুরার কুড়িটি নাম আছে যেমন ১)ইখ্‌লাস ২)তানযীহ্ ৩)তাজরীদ ৪)নাযাত---------- ইত্যাদি(তাফসীরে-ই-সাভী)।

শানে নুযুলঃ আরবের কাফিরগণ নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো। আর বলতো, আল্লাহ্ কি স্বর্ণের, না রুপার? তিনি কি আহার করেন? তিনি কি পান করেন? তার বংশীয় ধারা ও বংশমর্যদা কি? ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের জবাবে এ সুরা শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে(খাযাইন)। ১)কাকে বলবেন? হয় তো আমাকে বলুন। অর্থাৎ, প্রশংসা আমারই। হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেই প্রশংসা করার যোগ্য আপনারই পবিত্র সত্তা। আমি হলাম প্রশংসিত,আর আপনি প্রশংসাকারী। আপনি বলুন আমি শুনবো। নতুবা কাফিরদেরকে বলুন! যাতে আমার তাওহীদকে হে হাবীব! আপনি বলার কারণে মেনে নেয়। অথবা মুনিনদেরকে বলুন! অথবা সমগ্র মানবজাতিকে অথবা সমগ্র বিশ্বকে। কেননা, আপনি সমগ্র বিশ্ববাসীর নবী।

২)প্রকৃত ও বাস্তবিক পক্ষে। অর্থাৎ না তার অংশে আছে,না কেউ তার সমকক্ষে ও অংশীদার আছে,না আছে তাঁর মতো কেউ। স্মরণ রাখা দরকার যে, আরবের কাফিরগণ বহু ধরণের ছিল। যেমন নাস্তিক, অংশীদারবাদী(মুশরিক),আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অস্বীকারকারী, মহান রবের জন্য সন্তান সাব্যস্তকারী ইত্যাদি।

https://ashrafidotcom.wordpress.com/

এ সুরায় ওই সবারই খণ্ডন করা হয়েছে। আল্লাহ্ শব্দ দ্বারা নাস্তিকদের এবং আহাদ শব্দ দ্বারা মুশরিকদের পূর্ণাঙ্গ খণ্ডন করা রয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে অবশিষ্ট কাফিরদের খণ্ডন করা রয়েছে। ৩)আল্লাহ্ কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী ননঃ-তিনি না আহার করেন, না পান করেন,না কোন কাজে কারো মুখাপেক্ষী। এতে ওইসব লোকের প্রতি খণ্ডন রয়েছে,যারা বলতো, একাকী আল্লাহ্ এত বড়ো বিশ্বের পরিচালনা করতে পারেন না। তিনি আপন সাহায্যের জন্য নিজের কোন কোন বান্দাকে বেছে নিয়েছেন। তারা তাদেরকে আল্লাহর বান্দা বলে মেনে নিলেও ইলাহ্(উপাস্য) কিংবা শরীক বলতো এবং তাদের পূজা করতো। তাদেরই খণ্ডনে **ইরশাদ হয়েছেঃ**-ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু ওয়ালিউম্ মিনায্ যুল্লি **অর্থাৎঃ**-এবং তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই দুর্বলতার কারণে)।

ইসলামের মতে,আল্লাহর ওলী ও ফারিশ্তাগণ বিশ্বের ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত,কিন্তু মহান রব্বের দূর্বলতার কারণে নয়,বরং নিছক আল্লাহর সম্মানজনক নিয়োগ দানের ভিত্তিতে; তা-ও মহান রব্বের শান বা মর্যদা প্রকাশ করার জন্য।

৪)কেননা,সন্তান পিতার সমজাতি হয়। মহান রব্ব জাতি এবং সমকক্ষ থেকে পবিত্র। তাছাড়া,যে কারো গর্ভ থেকে পয়দা হয়,সে হল নতুন সৃষ্টি এবং পরে মরণশীল। মহান রব্ব অনাদিকাল রয়েছেন ও তিনি চিরস্থায়ী। সন্তানগণ তো বংশ টিকে থাকার জন্য হয়,যার মুক্ষাপেক্ষী ধ্বংসশীল হয়ে থাকে। যিনি চিরস্থায়ী,তার আবার বংশের দরকার কি? এতে মুশরিকগণ ইহুদী এবং খ্রীষ্টান্দের খণ্ডন রয়েছে। মুশরিকগণ ফারিশ্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো,ইহুদি হযরত ওযায়িরকে,খ্রীষ্টানগণ হযরত ঈসা আলাইহিমাস্ সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করতো। ৬)না সত্তায়,না গুনাবলীতে। কেননা,তিনি হলেন **ওয়াজিব** এমন চিরস্থায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ মহান সত্তা,

যিনি মুমকিন বা নিজের অস্থিত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন,তিনি হলেন স্রষ্টা ও চিরজীবি। পক্ষান্তরে,অন্য সবই মুমকিন,সৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী। তাঁর গুনাবলী হচ্ছে সত্তাগত,ক্বাদীম(আদি ও অন্তহীন) অসীম। পক্ষান্তরে,সৃষ্টির গুণাবলী আল্লাহ্-প্রদত্ব ক্ষণস্থায়ী এবং সীমিত।

এথেকে বোঝাগেল যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্য জ্ঞাতা ও হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করা শির্ক নয়। কারণ তাতে মহান রব্বের সাথে সমকক্ষতা নেই। যেমন-মানুষকে সামী (শ্রোতা),বাসীর(দ্রোষ্টা),হাই(জীবিত,ক্বাদীর(শক্তিমান) বলা যায়।

স্মর্তব্য যে এ সুরা তাওহীদ(আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা) ও হামদ-ই ইলাহী(আল্লাহর প্রশংসা)রই। কিন্তু কুল শব্দের দ্বারা ইরশাদ করে তাতে নবুয়াত ও হুযুর মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসার প্রতিফলনও ঘটানো হয়েছে। কেননা, এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুমিন হচ্ছে সে-ই,যে মহান রব্বের এসব গুণাবলী। হে হাবীব আলাইহিস্ সালাম! আপনার শিক্ষাদানের কারণেই মেনে নেয়। আপনাকে বাদ দিয়ে এগুলো মেনে নেওয়া ঈমান নয়। যদি টাকার নোট থেকে সরকারের মোহর ধুয়ে ফেলা হয়,তবে বাজারে এর কোন মূল্য নেই। দেখুন! শয়তানও আল্লাহর একত্বের কথা স্বীকার করে,কিন্তু অভিশপ্ত। কেননা, সে নবুয়াতকে অস্বীকার করে।

ফযিলত;-এ সুরার অনেক ফযিলত আছে,এটা তিন বার পাঠ করলে পুর্ণ ক্বোরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়া যায়।

আমল;-যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম করে আর যদি ঘর খালি থাকে,তবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করবে। আর একবার এই সুরাটি পাঠ করে নেবে। তাহলে ইনশা আল্লাহ্ দারিদ্র ও উপবাস থাকা থেকে মুক্ত থাকবে(তাফসীর-ই-সাভী)এটা অত্যন্ত পরীক্ষিত।

https://ashrafidotcom.wordpress.com/

হাদীস শরীফের দ্বারা আক্বাইদ শিক্ষা

মুফ্তী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী, পশ্চিম বর্ধমান।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَوتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا۔

অনুবাদ:-হযরত ওকবা ইবনে আমির রাদ্বী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বেরিয়ে গেলেন এবং উহুদে শহীদ ব্যক্তিদের জন্য নামায পড়লেন, যেমন হুযুর আলাইহিস্ সালাম মৃত ব্যাক্তির উপর পড়তেন। তারপর হুযুর আলাইহিস্ সালাম মিম্বার শরীফের দিকে তাশরীফ আনলেন(মেম্বারের উপরে চেপে) বললেন,'আমি তোমদের অগ্রবর্তী ব্যাক্তি এবং আমি তোমদের সাক্ষী।' আল্লাহর কসম আমি আমার হাওযে কাওসারকে এখন দৃষ্টির সামনে দেখতে পাচ্ছি। সারা জগতের ধনাগার সমূহের চাবিগুচ্ছ আমাকে প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি এই আশঙ্কা করিনা যে, আমার পরে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে বরং আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমরা দুনিয়াদারীতে মত্ত হয়ে যাবে [বুখারী শরীফ আরবী উর্দু প্রথম খন্ড কিতাবুল জানায়েয,হাদীস নং ১২৫৮,পৃষ্ঠা নং ৫৪৫,প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদা:-এই হাদীস শরীফ দ্বারা বোঝা গেল যে,রাসুলে করীম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মিম্বার শরীফে চেপে অসংখ্য মাইল দূরে জান্নাতের মধ্যে নিজের হাওযে কাওসারকে দেখে নিলেন,হুযুর আলাইহিস্ সালামকে ভূ-পৃষ্টের খাযানা সমূহের চাবি গুচ্ছ দেওয়া হয়েছে, এবং তিনি(আলাইহিস্ সালাম) বললেন,আমার পরদা নেওয়ার পর তোমরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুশরিক হবে না, কিন্তু দুনিয়ার মহব্বতে জড়িয়ে পড়বে।

ফায়েদা সমূহ ও মাসায়েল:-

এই হাদীস শরীফের দ্বারা নিম্নে বর্ণিত লাভ ও মাসায়েলের উপর আলোক পাত হয়।

১)হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের যুদ্ধে শহীদগনের শহীদ হওয়ার আট বছর পর তাদের কবর যিয়ারতের জন্য তাশরিফ নিয়ে যান। এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে যে,বিশেষ করে যিয়ারতের জন্য কবরের নিকটে যাওয়া বিশেষ করে শহীদ,স্বলেহীনদের নিকটে যাওয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। যে লোকেরা কবর যিয়ারতের জন্য সফর করাকে শির্ক বা গুনাহের কাজ বলে,তারা সারাসরি এই হাদীস শরীফের বিরোধিতা করে এবং খোলা গোমরাহি ও বদ আক্বীদার জালে ফেঁসে আছে,আল্লামা স্বাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহু:-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অনুবাদ;-হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁরই দিকে মাধ্যম তালাশ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো এ আশায় যে,

https://ashrafidotcom.wordpress.com

সফলতা পেতে পারো(সূরা-মায়িদা,পারা-৬,রুকু-৬, আয়াত-৩৫,কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

'O believers! Fear Allah and seek the means of approach to Him and strive in His way haply you may get prosperity.(Kanz-UL-Eeman).

এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন,আওলিয়া আল্লাহর মাযার সমূহের যিয়ারতকারী মুসলমানদের এই ভেবে কাফির বলা যে,কবর যিয়ারত করা গায়রুল্লাহর(আল্লাহ্ ব্যাতীত)ইবাদাত,ইহা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। আল্লাহর ওলিদের যিয়ারত কখনই গায়রুল্লাহর ইবাদাত নয়,বরঞ্চ ইহা আল্লাহর সাথে মহব্বত করার চিহ্ন [স্বাবী,প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ২৪৫]

২)এই হাদীস শরীফে:-

صَلٰوتُهٗ عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلٰوتُهٗ عَلَى الْمَيِّتِ

উক্ত বাক্যটির ব্যাপারে দুটি মত আছে(ক)আল্লামা কেরমানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন এর অর্থ হচ্ছে যে,জানাযাতে যে ভাবে মৃত ব্যাক্তির জন্য দোওয়া করা হয় ঐরকমই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদে শহীদগনের জন্য তাদের কবরের নিকটে দোওয়া করেছেন।

কিন্তু অন্যান্য হাদীস বিশারদগন বলেছেন যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ ৮ বছর পরে উহুদের যুদ্ধের শহীদগনের কবরে ঠিক এই ভাবে জানাযা পড়েছিলেন যে ভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য মৃত ব্যাক্তিদের জানাযা পড়তেন। এই দিক থেকে ইহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাসায়েসের মধ্যে গন্য করা হবে যে,আট বছর পর কোন মৃত ব্যাক্তির জানাযা পড়েছেন। তবে অন্যকোন ব্যাক্তির জন্য এটা জায়েয নয়। ৩)হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার শরীফের উপর বললেন;- اِنِّیْ فَرَطٌ لَّكُمْ

অনুবাদ;-আমি তোমাদের অগ্রগামী।

(ফারাত্ব)আরবী ভাষায় ঐ ব্যাক্তিকে বলা হয় যিনি জামায়াত পৌঁছাবার পূর্বে নিজে পৌঁছে জামায়াতের (দল)সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করেদেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য ইরশাদ করেছেন যে,আমি সমস্ত উম্মতের জন্য(ফারাত্ব)। অর্থাৎ;-তোমাদের পূর্বে সাধারণত আখেরাতে পৌঁছে তোমাদের শাফায়াত,এবং তোমাদের মাগফেরাতের ব্যবস্থা করবো,তোমাদের আসার পূর্বে।

৪)এই হাদীস শরীফে;- اَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ বলে হুযুর আলাইহিস্ সালাম ইহা ঘোষনা করে দিয়েছেন যে, ক্বিয়ামতের দিন আমি সমস্ত উম্মতের সাক্ষী দেবো অর্থাৎ তোমাদের ঈমান ও আমল এবং কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে সাক্ষী দেবো,এই হাদীস দ্বারা ইহা পরিস্কার হয়ে গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী প্রত্যেকটি উম্মত এবং তাদের আমল ও কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন ও সমস্ত কিছু তার(আলাইহিস্ সালাম) জ্ঞানের আয়ত্বাধীন,কেন না প্রকাশ আছে যে,না দেখে,না জেনে কোন কথার সাক্ষী দেওয়া শরীয়তে হারাম।

এই জন্য কি করে হতে পারে যে হুযুর আলাইহিস্ সালাম,না দেখে না জেনে সাক্ষী দেবেন।

৫)এই হাদীস শরীফে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও বলেছেন যে,

وَاِنِّیْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِیْ الْاٰنَ

অর্থাৎ;-"আল্লাহর কসম! আমি এই সময় আমার হাওযে কাওসারকে দেখছি"। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র দৃষ্টি মুবারকের দ্বারা দুনিয়াতে মিম্ববার শরীফের উপর থেকে আখেরাতের জান্নাতের ভিতরে হাওযে কাওসারকে দেখে নিলেন।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

এই হাদীস শরীফের দ্বারা এই মাসআলাও অর্ধ দিবসের মতো পরিস্কার হয়ে গেল যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রকম জাত,ও সিফাতে সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে অতুলনীয় এবং যার কোন উদাহরণ নেই সে রকমই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীর মুবারকের প্রত্যেকটি অঙ্গ মুবারকের শক্তি,ক্ষমতা তুলনাহীন। তাই কোন ব্যাক্তি যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীর মুবারকের কোন অঙ্গের সাথে নিজের কোন অঙ্গের তুলনা করে তাহলে সে সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্ট ও মূর্খের মধ্যে গন্য হবে,কোথায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কোথায় আমরা দোষ ত্রুটিযুক্ত পুতুল?

৬)এই হাদীস শরীফে হুযুর আলাইহিস সালাম এটাও বলেছেন যে;- وَاِنِّیْ اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ

অর্থাৎ-"সারা জগতের ধনাগার সমূহের চাবিগুচ্ছ আমাকে প্রদান করা হয়েছে" ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে,আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর সমস্ত খাযানার চাবিগুচ্ছ আমার হাতে অর্পন করেছেন। খাযানার চাবি কাহারো হাতে দিয়ে দেওয়ার অর্থ হল,সারা দুনিয়া জানে যে,যখন কোন ব্যাক্তি এই কথা বলে যে, আমি তালা-চাবি অমুক ব্যাক্তির হাতে দিয়েছি।তাহলে তার অর্থটা এই দাড়ায় যে,আমি অমুক ব্যাক্তিকে আমার খাযানার অনুমতি প্রদান করলাম,মালিক ও মুখতার বানিয়ে দিলাম। এখন গুরুত্ব দিয়ে চিন্তার বিষয় হলো যে,ভূ-পৃষ্ঠের খাযানা বলতে কি বোঝায়? যাহা হুযুর আলাইহিস্ সালাম বা খুলাফায়ে রাশেদীনদের হাসিল হয়েছে,যাহা রোমের বাদশাহী ও ইরানের(ফারস) ইত্যাদি সমস্ত খাযানা মুসলমানের হস্তগত হয়েছে।

অত:পর হযরত আবু হুরায়রাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু এই হাদীস শরীফকে শুনিয়ে বলতেন اَنْتُمْ تَنَاثَرُوْنَهَا অর্থাৎ :-ভূ-পৃষ্ঠের যে খাযানা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে তোমরা তা বাহির করছো এবং হাসিল করছো। এবং কিছু হাদীস বিশারদ বলেছেন খাযানা দ্বারা সোনা,চাঁদী,হিরা,জোহরাত,লোহা,তামা,পিতল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ধাতু এবং তেল, পেট্রোল ইত্যাদির দ্বারাও খাযানা বোঝানো হয়েছে। সমস্ত খাযানা হুযুর আলাইহিস্ সালামের অসিলায় হুযুর আলাইহিস্ সালামের উম্মত পেয়ে গেলো।

৭)ফকিরের খেয়াল হলো হাদীস বিশারদগন জমিনের খাযানার ব্যাপারে ইসলামি ফুতুহাত বা বিভিন্ন ধরনের জমিনের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন,এটা উদাহরনের জন্য। খাযায়েনুল আরদ বলতে শুধু এই সব এবং এই বস্তু গুলি নয় বরং খাযায়েনুল আরদ বলতে ঐবস্তু ও অন্তর্ভূক্ত যাহা কিছু জমিনের নীচে থেকে বের হয়। এই জন্য সমস্ত জড়বস্তু(যার জীবন নেই),সমস্ত উদ্ভিদ ও সমস্ত প্রাণীও ভূ-পৃষ্ঠের খাযানার মধ্যে গন্য। প্রকাশ থাকে যে,বিভিন্ন ধরনের সব্জি,ফসল,ফল বিভিন্ন ধরনের স্বাদ, এবং খাবার বিভিন্ন ধরনের ঔষুধ ঐ সমস্ত জমিন থেকেই বের হয়। প্রাণীদের নুত্ফা(বীর্য) জমিন থেকে বের হওয়া খাবার ভক্ষন করেই সৃষ্টি হয় কেন না,যদি প্রাণী জমিন থেকে নির্গত বস্তু না ভক্ষন করত তাহলে তাদের জীবন কোথায় থাকত। তাদের শরীরে রক্ত কি করে তৈরী হত? খুন ব্যাতীত নুত্ফা এবং বীর্য কিভাবে তৈরী হবে। অতএব সমস্ত জানোয়ার এবং প্রাণী ও ঐ প্রাণীদের জীবনের সম্বল ভূ-পৃষ্ঠ থেকেই বের হয়। এই হিসাবে(খাযায়েনুল আরদ্ব)এর মধ্যে সমস্ত জড়বস্তু, উদ্ভিদ প্রাণী অন্তর্ভূক্ত বরঞ্চ জমিনও আসমানের মধ্যবর্তী কায়েনাত পর্যন্ত খাযানার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। কেননা বাদলের টুকরা,বৃষ্টি, বরফ সাত রঙের আসমানি ধনুক,চাঁদের দায়রা, বিদ্যুৎ চমকানো,বিদ্যুৎ সমস্ত কিছু জমিন থেকে বের হওয়া উষ্ণতার দ্বারা তৈরী। অতএব এই হাদীস শরীফের এই অর্থ দাঁড়ায়যে ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত কায়েনাতে, সমস্ত সৃষ্টি,সবকিছুই জমিনের খাযানার অন্তর্ভূক্ত।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

আল্লাহ তায়ালা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব জিনিসের মালিক ও মুখতার বানিয়েছেন।এই হাদীস শরীফের ভিতরে"খাযায়েনুল আরদ্ব" শব্দের মধ্যে কোন জিনিসের নির্দিষ্ট করা হয়নি বরং ইসতেগরাকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এইদিক থেকে এই অর্থ প্রকাশ হয় যে,এই শব্দকে সাধারণ ভাবে বাকী রাখা হবে অর্থ এই হাদীস সাধারণ হওয়ার জন্য এই হাদীস দ্বারা হুযুর আলাইহিস্ সালামের প্রশংসা ও শান বিদ্যমান থাকবে যার দ্বারা বোঝা যায় যে,রব্বে কায়েনাত নিজের প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুল কায়েনাতের মালিক ও মুখতার বানিয়েছেন (ওয়াল্লাহু তা'য়ালা আলাম)।

৮)হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীস শরীফে এটাও বর্ণনা করেছেন যে,

وَاِنِّیْ وَاللّٰہِ مَا اَخَافُ عَلَیْکُمْ اَنْ تُشْرِکُوْا بَعْدِیْ

অর্থাৎ"অল্লাহর কসম! একিনের সাথে বলছি আমার পরে তোমাদের মুশরিক হওয়ার কোন ভয় নেই"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীস শরীফে গায়েবের খবর দিয়েছেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মত মুশরিক হবেনা এবং এই উম্মতের দ্বারা শির্ক ছড়াবে না। যদিও বা কিছু হাদীসের মধ্যে এসেছে ঐসময় পর্যন্ত ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষন পর্যন্ত "দাউস গোত্রের"স্ত্রী লোকেরা বুতের তাওয়াফ না করবে। এই দুটি হাদীস শরীফে এই ভাবে সামঞ্জস্য হবে যে, হুযুর আলাইহিস্ সালামের সমস্ত উম্মত একসাথে মুশরিক হবে না, কিন্তু কিছু কিছু স্থানে কিছু কিছু লোক মুশরিক হয়ে যাবে আবার এই রকমও হতে পারে যেমন দাউসগোত্রের স্ত্রী লোকেদের মধ্যে শির্ক ছড়িয়ে পড়বে। যা কিছু হাদীস শরীফে এসেছে।

৯)হাদীস শরীফের শেষাংশের অংশ;--

وَلٰکِنْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِیْھَا۔

কিছু রাওয়ায়েতে এটাও এসেছে যে, পূর্বের উম্মতেরা দুনিয়ার মহব্বতে জড়িয়ে ধবংস হয়ে গেছে অনুরূপ আমার উম্মতও দুনিয়ার মোহের শিকার হয়ে মৃত্যুর গর্তে পড়বে। হুযুর আলাইহিস্ সালাম কয়েকশো বছর পূর্বে দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বতের যে খবর দিয়েছেন। তাহা পুঙ্কানু পঙ্খু ভাবে বা অক্ষরে অক্ষরে প্রমান হয়েছে যে,সাহাবায়েকেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেয়ীন রাদীআল্লাহু আনহুমগনের পরে, দুনিয়াবী মহব্বতের জন্য উম্মতে মুহাম্মদী আলাইহিস্ সালামের মধ্যে হিংসা মারামারি,কাটাকাটি দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। ভবিষ্যতে মুসলমান গোষ্ঠীর কি হবে? মুসলমানদের বেশীরভাগ গোষ্ঠীতে হিংসা,বিদ্বেষ এইভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, অমুসলিমদের বাচ্চা বাচ্চা পর্যন্ত কুদৃষ্টিতে দেখছে। ঘরে ঘরে মুসলমানদের ঝগড়া এবং দুনিয়াদারিতে মত্ত হয়ে যে যুদ্ধ মারামারি হচ্ছে তাতে অশান্তির ইন্ধন যোগাচ্ছে। যার ফলাফল আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে আছে এর দ্বারা মুসলমান গভীর খাতে চলে যাচ্ছে। শুধু খোদা ওয়ান্দ কুদ্দুসের মদদ(সাহায্য)ব্যাতীত এই কওমের ভালো এবং মুক্তি দৃষ্টিতে আসছে না ।

আক্বীদা ও লাভ

১)ক্বর যিয়ারত জায়েজ। ২)ক্বর যিয়ারতে একা যাওয়া হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। ৩)দল বেঁধে যাওয়া হল সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহগণের সুন্নাত। ৪)মৃত ব্যক্তির জন্য দুয়া করা হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহমগণের সুন্নাত। ৫)উহুদ যুদ্ধে শহীদগণের খাস সম্মানের দিকটা ফুটে উঠে। ৬)উত্তম ব্যক্তির,আদনার ক্বরে যিয়ারত করতে যাওয়াটা হল নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। ৭)আদনা ব্যক্তির,উত্তম ব্যক্তির ক্বরে যিয়ারত করতে যাওয়াটা হল সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের সুন্নাত।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

৮)উঁচু জায়গা বা মিম্বার বা স্টেজ বানানো হল সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের সুন্নাত। কারণ উহুদের প্রান্তে সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণ মিম্বারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ৯)স্টেজে বক্তব্য রাখাটা হল নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। ১০)বক্তার দর্শকের দিকে তাকানো নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। ১১)দর্শকের বক্তার দিকে তাকানো সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের সুন্নাত। ১২)ভবিষ্যতের খবর দেওয়া অর্থাৎ নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইন্তেকালের খবর উহুদের প্রান্তে দাড়িয়ে দাড়িয়েই দিয়ে দিলেন। ১৩)এই ভবিষ্যতের খবরটাও দিলেন যে,উপস্থিত কোন সাহাবায়েকেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুহমগণের ইন্তেকাল নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে হবে না তার গ্যারান্টি দিলেন। ১৪)ক্বিয়ামত পর্যন্ত নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির ও নাজির থাকবেন সেটাও প্রমান হল। ১৫)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী থাকবেন। ১৬)আমি(আলাইহিস সালাম)তোমাদের অগ্রগামী এই শব্দদ্বারা মিলাদ শরীফেরও প্রমান হয়ে গেল। ১৭)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন হাওযে কাওসারের মালিক। ১৮)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটাও মোযেজা যে,উহুদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে কয়েক শত কোটি কিলোমিটার দুরে জান্নাতের মধ্যে হাওজে কাওসারকে দেখে নিলেন(সুবহান আল্লাহ্)। ১৯)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারা জগতের ধনাগার সমূহের মালিক বানানো হয়েছে। ২০)প্রত্যেক খাযানার ভাণ্ডারে চাবী লাগানো আছে এবং সেই চাবীগুচ্ছ নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাত মুবারকে আছে। ২১)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্যারান্টি দিয়েছেন যে,ক্বিয়ামত পর্যন্ত আহলে সুন্নাত জামায়াতের ব্যক্তিগণ কখনও শির্ক করবে না। ২২)ভবিষ্যতে আহলে সুন্নাত জামায়াত দুনিয়া দারিতে লিপ্ত হয়ে যাবে। ২৩)নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামত অবধি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে অবগত।

এই হাদীসের সুত্র ;-

অরিজিনাল আরবী বুখারী বড় সাইজ যা ভারত উপমহাদেশের প্রায়ই মাদ্রাসাতে পড়ানো হয় তার হাদীস নং-১৩৪৪,সহিহ্ মুসলিম শরীফ হাদীস নং-২২৯৬,সহিহ্ ইবনে হাব্বান হাদীস নং-৩১৯৮,আল আওসাতুল মুয়াযাম খণ্ড-৬,পৃষ্ঠা-১৪২,আয্জাওইদ মুজমায়া খণ্ড-৯,পৃষ্ঠা-১৩৭,নাসাঈ শরীফ হাদিস নং-১৯৫৩,আল জামে হাদীস-২৬৪৪,আল মুসনাদ-১৭৩৪৪,আল যিখা রুল বিহার খণ্ড-১১,পৃষ্ঠা-১৪৭,বুখারী শরীফ খণ্ড-২,হাদীস শরীফ-৬৫৯০,আহ্মাদ,ওয়ান্ নিহা য়াতুল বিদায়া খণ্ড-৩,পৃষ্ঠা-২১১,বাংলা বুখারী,বাংলা দেশ থেকে ছাপা,পৃষ্ঠা-২২৬,হাদীস নং-১২৫৫)।

মূল্যায়ণ

এই হাদীস শরীফটিকে,সাহিবে ইবনে হাব্বান,সাহিবে আয্জাওইদ মুজমায়া,সাহিবে আল যিখা রুল বিহার,সাহিবে আহ্মদ,সাহিবে ওয়ান্ নিহা য়াতুল বিদায়া,তাখরিজ করে সহিহ্ বলে প্রমাণ করেছেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত মুহাদ্দীস হযরত আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দীস দেহেলবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তিনিও সহি বলে এর থেকে আক্বাইদের বহু দলীল বের করেছেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। ইহাছাড়া লা মাযহাবীদের কুখ্যাত ইমাম **আলবানী** এই হাদীস শরীফটিকে ঘাড় পেতে সহি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

হাত তুলে দুয়ার শারয়ী বিধান

মুফ্তী আমজাদ হোসাইন সিমনানী আশরাফী,দ: দিনাজপুর।

প্রিয় পাঠক! বর্তমান এই ফেতনাবহুল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করার সময় হাত তুলা বিষয়টি খুব বিতর্কিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, যদিও অধিকাংশ মানুষ দু'আর সময় হাত তুলাকে সুন্নাত মনে করে থাকেন তথাপি কিছু সংখ্যক মানুষ এমনও রয়েছে যারা হাত উত্তোলন করে দু'আ করারকে বিদআতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টায় লেগে আছে।

যেনে রাখা জরুরী যে,নবী করীম আলাইহিস সালামের সুন্নাত সমূহের অনুসরণ ও অনুকরণ করাটাই হল ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ প্রাপ্তির একমাত্র পথ। নবী করীম আলাইহিস সালামের হাদিস সমূহের পর্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করা হল নবী করীম আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরামগণের সুন্নাত এবং দু'আ কবুল হওয়ার সর্বত্তম পদ্ধতি। হাত তুলে দু'আ প্রসঙ্গে কিছু হাদিস নিম্নে প্রদত্ত হল।

عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ اَلسَّكُوْنِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا

অর্থাৎ :- হযরত মালিক বিন ইয়াসির আস-সাকুনী আল-আওফী রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করার সময় হাতের তালুকে সম্মুখে রেখে দু'আ করবে, হাতের পৃষ্ঠ দিয়ে নয়।(জামেউস সাগিরে হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে){আবু দাউদ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১৬, মিশকাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫, মুসনাদুস শামিয়ীন হাদিস নং ১৬৩৯, জামে সাগির হাদিস নং ৬৫৮}

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلُوْا اللهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ

অর্থাৎ :-হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন,নবী করীম আলাইহিম সালাম ইরশাদ করেন,তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করো নিজ হাতের তালুর দিক থেকে। উল্টো হাতে দু'আ করনা। অতঃপর দু'আ শেষে তোমাদের হাতের তালু দিয়ে নিজের চেহারা মুছে নাও।

* ইমাম সুয়ূতী জামেউস সাগীর -এ হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।{মিশকাত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫,আবু দাউদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১৬,মুসনাদুল ফিরদৌস হাদিস নং ৩৩৮৩,সুনান কুবরা বাইহাকী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১২,জামেয় সাগীর হাদিস নং ৪৬৯০}

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَ لَا تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَاِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ

অর্থাৎ :-হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি যখন আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করবে, তখন তোমার দু'হাতের তালু উপর দিকে রেখে দু'আ করবে, দু'হাতের পিঠ উপর দিকে রেখে দু'আ করবে না।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

তুমি দু'আ শেষ করে হাতের তালুদ্বয় তোমার মুখমন্ডলে বুলিয়ে নেবে।

* জামেয় সাগীর-এ হাদিসটি হাসান সুত্রে বর্ণিত হয়েছে।{ইবনে মাজা ২য় খন্ড, হাদিস নং ৩৯৯৯,জামেয় সাগীর হাদিস নং ৬০২}

عَنْ نَفِيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ اَبِي بَكْرَةَ ...... سَلُوْا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا

অর্থাৎ :-হযরত নাফীয় বিন হারিস সাক্বাফী রাদীআল্লাহু আনহু হতে উক্ত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে,"তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করো নিজ হাতের তালুর দিক দিয়ে আর উল্টো হাতে দু'আ করনা।

*মাজমাউজ জাওয়াইদ-এ হাদিসটি মজবুত সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

{মাজমাউজ জাওয়াইদ ১০ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭২, তারিখে ইসবাহান ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫}

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত ৪টি সহীহ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতিদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিকট দু'আ করার সময় হাত তুলার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি শুধু উম্মতিকে হাত তুলে দু'আর নির্দেশ দেননি বরং তিনি নিজে যখন দু'আ করতেন তখন হাত তুলেই দু'আ করতেন যা নিম্নে প্রদত্ত হাদিস সমূহ হতে প্রমানিত।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ

অর্থাৎ :-হযরত সাঈব ইবনে ইয়াযিদ রাদীআল্লাহু আনহু নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় নাবী কারীম আলাইহিস সালাম যখন দু'আ করতেন নিজের উভয় হাত উত্তোলন করতেন। দু'আর শেষে হাত দ্বয় চেহারা মোবারককে বুলিয়ে নিতেন। হাদিসটি হাসান।{আবু দাউদ **১ম খন্ড** পৃষ্ঠা নং ২১৬,নাসবুব রাইয়া ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৫৭,জামে সাগির হাদিস নং ৬৬৬৭}

قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম দু'খানা হাত এতটুকু উঠিয়ে দু'আ করতেন যে, আমি তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখতে পেয়েছি। হাদিসটি সহীহ।{বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩৮}

قَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

অর্থাৎ :-হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম দু'খানা হাত তুলে দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।

{বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩৮,সহীহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৪৭৪৯,নাসাঈ শরীফ হাদিস নং ৫৪২২}

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :-হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নাবী কারীম আলাইহিস সালাম দু'খানা হাত এতটুক তুলে দু'আ করেছেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।{বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩৮}

https://ashrafidotcom.wordpress.com

عَنْ اَبِیْ بُرْزَةَ الْاَسْلَمِی اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ رَفَعَ یَدَیْہِ فِی الدُّعَاءِ حَتّٰی رُئِیَ بَیَاضُ اِبْطَیْہِ

অর্থাৎ :-হযরত আবু বারথা আসলামী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় নাবী কারীম আলাইহিস সালাম দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। {মাজমাউজ জাওয়াইদ ১০ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৮১} {তিরমিযী ২য় খন্ড হাদিস ৩৯০৪,ইবনে মাজাহ্ ২য় খন্ড হাদিস ৩৯৯৮,আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৯০,জামে সাগীর লি সুয়ুতী হাদিস ১৮২৪}

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ تعلة ابی مسعود.....
فَرَأَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ رَفَعَ یَدَیْہِ حَتّٰی رُؤِیَ بَیَاضُ اِبْطَیْہِ یَدْعُوْ لِعُثْمَانَ دُعَاءً مَا سَمِعْتُہٗ دَعَا لِاَحَدٍ قَبْلَہٗ

অর্থাৎ :-হযরত ইকরা বিন আমর বিন সালেবা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। (তিনি একটি যুদ্ধের বর্ণনায় বলেন) অতঃপর আমি দেখলাম, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম নিজের হাত দ্বয় এতটা তুললেন যে, তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখা গেল। তিনি হযরত উসমান -এর জন্য এমন ভাবে দু'আ করলেন যে, আমি পূর্বে কারো জন্য অনুরূপ দু'আ করতে তাকে শুনেনি। {মাজমাউজ জাওয়াইন ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৮,খাসাইসে কুবরা ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১০৫}

*উল্লেখিত হাদিসটি মাজমাউজ জাওয়াইন-এ হাসান সনদে ও খাসাইসে কুবরায় সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা:-প্রিয় মুসলিম সমাজ! উপরোল্লিখিত হাদিস সমূহ ব্যতীত আরও অসংখ্য হাদিস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে,

عَنْ اَنَسٍ قَالَ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَرْفَعُ یَدَیْہِ فِی الدُّعَاءِ حَتّٰی یُرٰی بَیَاضُ اِبْطَیْہِ

অর্থাৎ :-হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু কতৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম দু'আ করার সময় এতটুকু হাত তুলতেন যে, তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখা যেত {মিশকাত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৪,সহীহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৮৭৭,মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২১১১}

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی قَالَ دَعَا النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْہِ فَقَالَ اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِعُبَیْدٍ اَبِیْ عَامِرٍ

অর্থাৎ :-হযরত আবু মুসা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম একদা পানি আনিয়ে ওযু করলেন। তারপর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ ! তুমি উবায়দ আবু আমর কে মাফ করে দাও।{বুখারী শরীফ ২য় খন্ড হাদিস নং ৬৩৮৩, মুসলিম হাদিস নং ৬৫৬২}

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ یَدَیْہِ فِی الدُّعَاءِ لَمْ یَحُطَّھُمَا حَتّٰی یَمْسَحَ بِھِمَا وَجْھَہٗ (قال ابو عیسی ھذا حدیث صحیح غریب)

অর্থাৎ :-হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদীআল্লাহু আনহু কতৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করার সময় যখন তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন,তিনি তা দিয়ে তাঁর মুখমন্ডলে না বুলানো পর্যন্ত নামাতেন না। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদিসটি সহীহ।{তিরমিযী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৪ হাদিস নং ৩৭১৪,তাবরানী আওসাত হাদিস নং ৮০৫৩,আল আহকামুস সুগরা হাদিস নং ৮৯৯}

https://ashrafidotcom.wordpress.com

নাবীয়ে আকরম আলাইহিস সালাম শুধু উম্মতিকে দু'আর সময় হাত তুলার আদেশ দেননি বরং তিনি নিজেই যখন দু'আ প্রার্থনা করতেন তখন হাত তুলেই করতেন। কারণ নাবী কারীম আলাইহিস সালামের অন্যান্য বার্তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হাত তুলে দু'আ করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই উত্তোলিত হাতের দু'আকে অবশ্যই গ্রহণ করে থাকেন। এবং তা কবুল না করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। যেমন --

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

অর্থাৎ :-হযরত সালমান ফারসী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব ও মহান দাতা। যখন কোন বান্দা দু'হাত তুলে তাঁর নিকট দু'আ করে তিনি খালি ফিরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।

* হাদিসটি সহিহ্।{আবু দাউদ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১৬,মিশকাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৪,সহিহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৮৭৬}

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللهَ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِيْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ (قال ابو عيسى هذا حديث حسن)

অর্থাৎ :-হযরত সালমান রাদীআল্লাহু আনহু নবী কারীম আলাইহিস সালাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা চিরঞ্জিব দয়াশীল যখন কোন ব্যক্তি তাঁর দরবারে নিজের দু'হাত তুলে দু'আ করে তখন তিনি তাঁর হাত দু'খানা শূন্য ও বঞ্চিত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

* ইমাম তিরমিযী বলেন হাদিসটি হাসান সুত্রে বর্ণিত এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{তিরমিযী ২য় খন্ড হাদিস ৩৯০৪,ইবনে মাজাহ্ ২য় খন্ড হাদিস ৩৯৯৮,আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৯০,জামে সাগীর লি সুয়ুতী হাদিস ১৮২৪}অন্য এক হাদিসে রয়েছে,---

اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِيْ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ يَدْعُوْهُ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا لَيْسَ فِيْهِمَا شَيْءٌ اَوْ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهِمَا خَيْرًا

অর্থাৎ :-নিশ্চয় তোমাদের রব জীবিত মহান দাতা, যখন কোন বান্দা তার নিকট নিজের দু'খানা হাত তুলে দু'আ করে তিনি সেই দুখানা হাতে কিছু প্রদান না করে অথবা (উল্লেখিত) হাত দ্বয়ে খাইর প্রদান না করে খালি ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।

*হাদিসটি "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে ইমাম বাগবী হাসান সনদে ও "আল আরশ" গ্রন্থে ইমাম জাহবী সহিহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

{শারহুস সুন্নাহ্, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৯,আল আরশ লি জাহবী, পৃষ্ঠা নং ৫৯,আল মুজামুল আওসাত, হাদিস ৪৫৯১,মুসনাদ আবী ইয়ালা, হাদিস ১৮৬৭, আল-আমালী হালবীয়া,১ম খন্ড,পৃষ্ঠা নং ২৬, মুসতাদরাক, হাদিস ১৮৮৪}

প্রিয়পাঠক! সংকলিত সমস্ত হাদিস সমূহের আলোকে এটা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হল যে, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করার আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি কোনো দু'আকে হাত তুলার জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

বরং স্বাধীন ভাবে আমাদেরকে দু'আয় হাত তুলার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং বলেছেন, যে দু'আয় বান্দা হাত উত্তোলন করে সেই দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন। যদি হাত উত্তোলন করা কোনো দু'আর জন্য নির্দিষ্ট হত তাহলে "যখন কোন ব্যক্তি হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করে তিনি সেই হাতকে খালি ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন" এবং "তোমরা আল্লাহ্র নিকট দুআ করো নিজ হাতের তালুর দিক থেকে" বাক্যগুলি স্বাধীনভাবে হাদিস শরীফে বর্ণিত হত না। বরং সেই সমস্ত স্থানগুলি উল্লেখ হত যেখানে হাত তুলা শরিয়াতের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট। উল্লোখিত বাক্যসমূহ হতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, সংকলিত হাদিস সমূহ দ্বারা হাত তুলাকে কোন দু'আর সঙ্গে নির্দিষ্ট করা নাবী কারীম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং উল্লেখিত বাক্যগুলি থেকে নাবী কারীম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল নিজ উম্মাতকে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ কবুল হওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি শিখানো। আর এই ব্যাখ্যাই বুঝেছেন নাবী কারীম আলাইহিস সালাত ওয়া সালামের অনুগত্যকারী ও সহযোগী সাহাবায়ে কেরামগণও।

তাই যোগ্য বিজ্ঞ মুজতাহিদ, ফাকীহ্ ও বাহরুল উলুম সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন-

اَلْمَسْئَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ اَوْ نَحْوَهُمَا

অর্থাৎ :-(আল্লাহর নিকট) দু'আ করার পদ্ধতি হল নিজ হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে দু'আ করা।

*হাদিসটি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে সহিহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে।{আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ২১৬ নং পৃষ্ঠা,হাদিস ১৪৯১,আদদাওয়াতিল কাবির বাইহাকী, হাদিস ৩১৩,তাখরীয মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস ২১৯৬,সহিহুল জামেয়, হাদিস ৬৬৯৪}

উক্ত হাদিস শরীফে মুফাসসিরে আযাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু স্পষ্ট ভাবে দু'আর পদ্ধতির মধ্যে হাত তুলাকে উল্লেখ করেছেন। যদি নাবী কারীম আলাইহিস সালাম যে সমস্ত স্থানে হাত তুলে দু'আ করেছেন শুধু সেই সমস্ত স্থানে হাত তুলা যদি বৈধ হত তাহলে তিনি কখনই স্বাধীনভাবে হাত তুলাকে দু'আ করার পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত করতেন না। আর যখন উপরোক্ত অকাট্য দলীল দ্বারা হাত তুলা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করার পদ্ধতি প্রমাণিত হল তখন কোন দু'আয় হাত উত্তোলন করা ততক্ষন পর্যন্ত বৈধ, মুস্তাহাব, শরিয়ত সম্মত ও দু'আ মাকবুলিয়াতের কারণ হয়েই থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না কোন নির্দিষ্ট দু'আয় হাত উত্তোলন করা অকাট্য দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে।

অর্থাৎ যে সমস্ত স্থানে দু'আ করার সময় হাত তুলা অকাট্য দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত শুধু সেই সমস্ত স্থানে হাত তুলে দু'আ করা নিষিদ্ধ হবে। যেমন নামাযের মধ্যে সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'আয় হাত তুলা নিষেধ প্রমাণিত, সুতরাং সেখানে হাত তুলে দু'আ করা যাবে না অথবা বৈধ হবে না। আর যে সমস্ত স্থানে হাত তুলে দু'আ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত নয় সেখানে হাত তুলে দু'আ করা উপরোক্ত হাদিস সমূহের আলোকে বৈধ প্রমাণিত হবে। যেমন নামাযে সালাম ফিরানোর পর, জানাযার নামাযের পর, দাফনের পরে ইত্যাদি স্থান সমূহে হাত তুলে দু'আ করার নিষিদ্ধতা শরিয়তে প্রমাণিত নয়। সুতরাং উল্লেখিত স্থান সমূহে কেউ যদি হাত তুলে দু'আ করতে নিষেধ করে তাহলে এটা তার অজ্ঞতা, মুর্খামি ও নাবী কারীম আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিরোধীতা করা প্রমাণিত হবে।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

জামায়াত সহকারে নামায আদায়ের জন্য মহিলাদের মাসজিদে প্রবেশ কতটা যুক্তি যুক্ত

মুফ্তী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী, পূর্ব বর্ধমান।

প্রশ্ন-১:-জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার জন্য মহিলাদের মাসজিদে প্রবেশ করা নাজায়েয,না হারাম?

প্রশ্ন-২:-এই প্রসঙ্গে হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আল্লাহুমগণের বক্তব্য কি রূপ? এবং হানাফী মাযহাব কি কি দলিল রয়েছে?

প্রশ্ন-৩:-প্রয়োজনের তাগিদে মহিলাদের বাড়ির বাইরে যাওয়া যদি জায়েয হয়,তাহলে মাসজিদে যাওয়া হারাম কেন?

প্রশ্ন-৪:-মহিলাদের ঘরের মধ্যেই নামায আদায় করা উত্তম,তাহলে এর বিপরীত করা হারাম-উক্তিটি কতটা সঠিক? প্রশ্নগুলির দলিল সহকারে উত্তর দেবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উত্তর;-(১ ও ২)মহিলাদের জামায়াতের সহিত নামায আদায় করার জন্য মাসজিদে প্রবেশ নাজায়েয ও মাকরূহ তাহরীমী। যদিও সেটা দিনের নামায, রাতের নামায, কিংবা ঈদের নামায হোক না কেন। যেমন **الدرالمختار** বর্ণিত হয়েছেঃ-

ويكره حضورهن الجماعة ولوالجمعة وعيد ووعظ مطلقا ولوعجوزا ليلا على مذهب المفتي به لفساد الزمان

অর্থাৎঃ-মহিলাদের জামায়াতে হাজির হওয়া হল ফিতনা এবং আল্লাহ্ ও রাসুলের হুকুম এর বিপরীত (মারাকিল ফালাহ্ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১১৩)।

الجوهره النيرة পুস্তকের খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-৭৩ তে বিদ্যমান যে,

ولا يحضرن الجماعات لما فيه من الفتنه والمخالفات

অর্থ;-তারা (মহিলারা)জামায়াতে হাজির হবে না কারণ তা ফিত্না এবং মত দন্দের অন্তর্গত।

এছাড়া মারাকিল ফালাহ্ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছেঃ-

الفتوى اليوم على كراهه الصلاة كلها لظهور الفسق في هذا الزمان

হাদীস শরীফে বিদ্যমানঃ-

عن عائشه قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل فقلت بعمرة او بمنعن قالت نعم(باب و خروج النساء الى المساجد ،صحيح مسلم)

অনুবাদ:-হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা বলেন,মহিলারা এখন যে রূপ সিঙ্গার ব্যবহার করে যদি তা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতেন,তাহলে অবশ্যই মহিলাদেরকে মাসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। যেরূপভাবে বানি ইস্রাইলের মহিলাদের মাসজিদে যাওয়াতে বাধা দেওয়া হয়েছিলো।

প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলেন তাদেরকে কি(মাসজিদে যেতে)বারণ করা হয়েছিল? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ(সহি মুসলিম শরীফ,বা ব ওয়া খুরূজিন্ নিসা য়ি ইলাল মাসজিদ)।

৩)মহিলাদের শরয়ী প্রয়োজনে এবং বাড়ির কাজ কর্মের জন্য বাড়ি থেকে পর্দার সহিত বের হওয়া জায়েয, কিন্তু নামাযের উদ্দেশ্যে জামায়াতের নিমিত্তে মাসজিদে যাওয়া তাদের জন্য জরুরী নয়।

কারণ মহিলাদের জামায়াতের সহিত নামায আদায় ওয়াজিব নয় বরং ঘরের মধ্যেই নামায আদায় করা উত্তম এবং উৎকৃষ্ট হাদীস শরীফে বর্তমান:-

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المراه في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها (السنن ابي داود في خروج النساء الى المساجد)

অনুবাদ:-হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে,নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মহিলাদের ঘরে নামায পড়া মহলে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম,এবং নিজ কুঠরির মধ্যে নামায পড়া স্বীয় ঘরে নামায পড়া হতে উত্তম।'

تبيين الحقائق কিতাবুস সালাত,খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১৩৫ এর মধ্যে বিদ্যমানঃ-

جماعه النساء اوكره جماعه النساء وحدهن لقوله عليه الصلاة و السلام صلاة المراة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيته

দূরে মুখতার পুস্তকে বর্ণিত

ويكرهه تحريما جمعة النساء

অর্থঃ-মহিলাদের জামায়াত হল মাকরুহে তাহরিমী। (দুররে মুখতার খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-৩০৫,বাবুল ইমামা)।

৪)সাধারণত উত্তম কাজের বিরোধিতা করা হারাম নয় বরং উত্তম কাজের বিরোধিতা করা এবং যদি সেটা ফিতনা ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা অবশ্যই হারাম হবে। উদাহরণ স্বরূপ, মহিলাদের ঘরের মধ্যে নামায পড়া উত্তম। এর বিপরীত ঘর থেকে বের হয়ে মাসজিদের মধ্যে জামায়াত সহকারে নামায পড়া এটা ফিতনা-ফ্যাসাদের কারণ,এবং এটি হারাম। সুতারাং যে বিষয়টি হারামের কারণ হয়ে দাড়ায় সেটাও হারাম। বাদায় সানায় পুস্তকের মধ্যে বিদ্যমানঃ- جمعتهن مكروهه عندنا

لان خروجهن الي الجمعه سبب الفتنه والفتنه حرام وما أدي الي الحرام فهو حرام

(দ্বিতীয় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৩৮৮,কিতাবুস্ সালাত)।

অর্থাৎ;-মহিলাদের জামায়াতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া হল একটি ফিতনা। আর ফিতনা হল হারাম। আর যেটা হারামের দিকে ধাবিত করে,সেটাও হল হারাম।

ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করার আজই সংগ্রহ করুন------

সুন্নী দর্পণ

শিক্ষা ধর্ম বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

সুধী পাঠক বৃন্দ এই পত্রিকা পাঠ করে আপনারা কি অনুভব করছেন? বা এই পত্রিকায় কি ধরনের লেখা থাকা দরকার? অথবা এই পত্রিকা সংগ্রহ করতে কোন অসুবিধা হলে অবশ্যই আপনাদের অমূল্য মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

ইতি—সম্পাদক—।

বিঃ-দ্রঃ-অক্ষর বিন্যাসে কোন ভূলভ্রান্তি থাকলে অবশ্যই জানাবেন এবং আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীলায় ক্ষমা করে দিবেন,ব্যক্তিগত মত পোষণের ক্ষেত্রে সম্পাদক দায়ী নন।—সম্পাদক—।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈনন্দিনের আমল

----নিজস্ব প্রতিনিধি

দৈনন্দিন কর্মবন্টন

হযরত আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়কে তিন ভাগেভাগ করে একভাগ ইবাদাতের জন্য,দ্বিতীয়ভাগ মানুষের কল্যাণের জন্য এবং অবশিষ্ট অংশ নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন(শামাইলে তিরমীযি)।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমল

ফযরের নামায পড়ার পর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়নামাযের মধ্যেই একটু ঘুরে বসতেন। সূর্যদয়ের পর সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণ এসে সামনে বসতেন। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসময় তাদেরকে উপদেশ দিতেন। বিশেষভাবে কোন বিশেষ শিক্ষা দিতে হলে এসময়ই তা করতেন(মুসলিম শরীফ)।

অনেক সময় সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণকে জিজ্ঞেস করতেন-রাতে তারা কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছেন কি না? কেউ কোন স্বপ্নের বৃতান্ত বললে,তিনি(আলাইহিস সালাম)ব্যাখ্যা বলে দিতেন। কখনও কখনও নিজের স্বপ্নের কথা সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণকে শুনাতেন (বুখারী শরীফ)।

এরপর সাধারণ কথাবার্তা শুরু হত। কোন কোন লোক হয়তো জাহেলিয়াত যুগের কোন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন। কোন হাস্যরসাত্মক কথার অবতারণা হলে দরবারের সবাই কখনও হেসে উঠতেন। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তখন হাসতেন। সাধারণ সকালেই যুদ্ধলব্ধ মাল এবং যার যার পারিশ্রমিক ও বেতনাদি বন্টন করা হত(নাসায়ী শরীফ)।

কোন কোন রাওয়ায়াতে আছে,বেলা একটু চড়ে যাওয়ার পর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার থেকে আট রাকায়াত পর্যন্ত চাশতের নামায পড়তেন। অতঃপর ঘরে চলে যেতেন এবং সাধারণ গৃহস্থালী কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করতেন। তিনি নিজ হাতে নিজের ছিঁড়া-ফাটা কাপড়ে তালি দিতেন এবং দুধ দোহন করতেন(বুখারী শরীফ)।

আসরের নামায পড়ে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিগণের গৃহে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। বিবিগণের প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তাদের খোজ-খবর নিতেন। আর যার ঘরে যেদিন অবস্থানের পালা হত, মাগরিবের পর থেকে তিনি(আলাইহিস সালাম) সেখানেই অবস্থান করতেন। তখন অনান্য বিবিগণ এসে সেই ঘরে সমবেত হতেন। ইশা পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন এবং তাদের কথা শুনতেন(বুখারী শরীফ)।

রাত্রি বেলার আমল

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায শেষ করে শুয়ে পড়তেন। সাধারণত ইশার পর তিনি(আলাইহিস সালাম)কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না(বুখারী শরীফ)।

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত প্রথম ওয়াক্তে ইশার নামায পড়ে বিছানায় চলে যেতেন। শোয়ার পূর্বে তিনি(আলাইহিস সালাম) অবশ্যই ক্বোরআন শরীফের সুরাহ বানী ইস্রাইল, যুমার,হাদীদ,হাশর,সাফ,তাগাবুন,জুমুয়া প্রভৃতির মধ্যে অন্তত কোন একটি পাঠ করতেন।

শামাইলে তিরীমিযীতে আছে ঘুমানোর পূর্বে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুয়া পাঠ করতেনঃ-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

উচ্চারণ;-আল্লাহুম্মা বিস্‌মিকা আমুতু ওয়া আহ্‌ইয়া (বুখারী শরীফ,মিশকাত শরিফ হাদীস নং-২২৭২)।
অর্থঃ-হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মৃত ও জীবিত হই।

অতঃপর ঘুম থেকে উঠে এ দুয়া পাঠ করতেনঃ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থঃ-সেই আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা-যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের পর জীবন দান করেছেন এবং তাঁর নিকটই হবে প্রত্যাগমন।

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্ধরাত্রিতে অথবা কখনও কখনও একপ্রহর রাত্রি থাকতেই জাগ্রত হতেন। তাঁর(আলাইহিস্ সালাম) শিয়রের কাছেই মিসওয়াক থাকতো। তিনি (আলাইহিস্ সালাম)ঘুম থেকে উঠে হাজত সেরে মিসওয়াক করতেন। অতঃপর ওযু করতেন এবং ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত হতেন।

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডানহাত গণ্ডদেশের নীচে দিয়ে ডানকাত হয়ে শুতেন। সফরের সময় অপরাহ্নে কোথাও অবস্থান করে আরাম করতে হলে,ডানহাত উঁচু করে তার উপর মাথা রেখে বিশ্রাম নিতেন। নিদ্রার মধ্যে মধ্যে সামান্য গলার আওয়াজ শোনা যেত।

বিছানার ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। কখনও চামড়া,চাটাই,এমনকি কখনও কখনও শুধু মাটির উপর শুয়ে ঘুমাতেন।

ঘরের ভিতরে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল কেমন ছিল সে সম্পর্কে হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ-

সুরাহ্ মুজাম্মিলের প্রাথমিক আয়াতগুলোতে তাহাজ্জুদের হুকুম নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারারাত জেগে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর(আলাইহিস সালাম)পবিত্র দুই কদম মুবারক ফুলে যেত। এক বছর পর এ সুরার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হলে তাহাজ্জুদ নামায নফলে পরিণত হয়। তখন তিনি(আলাইহিস সালাম)ক্রমাগত সারারাত্রি জেগে নামায পড়ায় বিরতি দেন। কিন্তু তারপরেও গভীর রাত্রিতে ওঠে নিয়মিত তাহাজ্জুদের আট রাকায়াত নামায পড়তেন। এরপর তিন রাকায়াত বিত্‌র পড়তেন। এতে তাঁর(আলাইহিস সালামের) শেষ রাতের নামায মোট এগারো রাকায়াত হয়। অতঃপর বার্ধক্য ঘনিয়ে আসার পর শরীর যখন একটু ভারী হয়ে এসেছিলো তখন মোট সাত রাকায়াত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। আর কোনদিন ঘটনাক্রমে গভীর রাত্রিতে না উঠলে,দিনের বেলায় কোন এক সময় বারো রাকায়াত নামায আদায় করতেন(আবুদাউদ)। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। অতঃপর হযরত বিলাল রাদ্বীয়াল্লাহু আযান দিলে উঠে দু রাকায়াত ফজরের সুন্নাত পড়ে মাসজিদে চলে যেতেন।

ওয়াক্তী নামাযের বিষয়

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম প্রথম প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু করতেন। শেষ (জাহেরী)বয়সে এক ওযুতে একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় করেছেন। তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে মিসওয়াক অবশ্যই করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ওযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করেছেন (মুসলিম শরীফ)।

(চলতে থাকবে)

https://ashrafidotcom.wordpress.com

ইসলামিক নলেজ

মাওলানা বশিরুদ্দীন রেজবী,জঙ্গীপুর,মুর্শিদাবাদ--

প্রশ্ন;-আল্লাহ্ পাক মানবের হিদায়াতের জন্য কতগুলি আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন?

উত্তর;-মোট ১০৪টি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন,তার মধ্যে ১০০টি হল সহিফা এবং ৪টি হল কিতাব।

প্রশ্ন;-বিখ্যাত আসমানী ৪টি কিতাবের নাম কি কি?

উত্তর;-১)তৌরিত ২)জবুর ৩)ইঞ্জিল এবং ৪) ক্বোরআন শরীফ।

প্রশ্ন;-ক্বোরআন মাজীদে কতজন নবী আলাইহিমুস সালামগণের নাম এসেছে?

উত্তরঃ- ক্বোরআন মাজীদে ২৫ জন নবী আলাইহিমুস সালামগণের নাম এসেছে

প্রশ্নঃ-ক্বোরআন মাজীদে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়টি নাম নেওয়া হয়েছ?

উত্তরঃ-ক্বোরআন মাজীদে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৭টি নাম নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল ১)মুহাম্মাদ ২)আহমাদ ৩)ত্বহা ৪)ইয়াসিন ৫)মুজ্জাম্মিল ৬)মুদ্দাস্সির ৭)আব্দুল্লাহ্ আলাইহিস সালাম

প্রশ্নঃ-ক্বোরআন শরীফে প্রথম জের যাবার কে লাগিয়েছেন?

উত্তরঃ-হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। অন্যমতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশে আবু আসওয়াদ দুয়েলি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা লাগিয়েছেন।

প্রশ্নঃ-হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম কতগুলি ভাষা জানতেন?

উত্তরঃ-সাত লক্ষ ভাষা জানতেন(তাফসীরে রুহুল বায়ান খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১০০)।

প্রশ্নঃ-হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম কত বছর বয়সে দুনিয়া হতে ইন্তেকাল করেন?

উত্তরঃ-এক হাজার বছর।

প্রশ্নঃ-হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকালে সৃষ্টি(মাখলুক)কতদিন কেঁদে ছিল?

উত্তরঃ-হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকালে সৃষ্টি(মাখলুক)সাত দিন কেঁদে ছিল। এমনকি সাত দিন পর্যন্ত চন্দ্র সূর্যতে গ্রহণ লেগেছিল।

প্রশ্ন;-হযরত হাওয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা কতদিন দুনিয়াতে ছিলেন?

উত্তরঃ-হযরত হাওয়া রাদ্বীয়াল্লাহু ৯৭৭ বছর দুনিয়াতে ছিলেন।

প্রশ্ন-হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে কে গোসল দিয়েছিলেন?

উত্তরঃ-হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম গোসল দিয়েছিলেন, জান্নাতের কুলপাতা দিয়ে এবং পরে জান্নাতি সুগন্ধি লাগিয়ে দেন।

প্রশ্নঃ-দুনিয়ায় সর্ব প্রথম কোন দিনে কতলের ঘটনা ঘটেছে?

উত্তরঃ-দুনিয়ায় সর্ব প্রথম মঙ্গলবারের দিনে কতলের ঘটনা ঘটেছে,কাবিল হাবিলেক কতল বা খুন করেছে।

প্রশ্নঃ-জান্নাতের অংশ কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ-আটটি। ১)জান্নাতুল ফিরদৌস ২)জান্নাতুল আদন্ ৩)জান্নাতুল মাওয়া ৪)দারুল খুলদ্ ৫)দারুস্ সালাম ৬)দারুল মাকামা ৭)ইল্লিয়িন ৮)জান্নাতুন্ নাঈম।

প্রশ্নঃ-জাহান্নাম কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ-জাহান্নাম ৭টি। ১)জাহান্নাম ২)লাযা ৩)হুতামা ৪)সাঈর ৫)সাক্বার ৬)জাহিম ৭)হাবিয়া।

প্রশ্ন-বেনামাযি এক ওয়াক্ত নামায কাযা করার জন্য কতদিন জাহান্নামে থাকবে?

উত্তর;-বেনামাযি স্বেচ্ছায় বিনা কারণে এক ওয়াক্ত নামায কাযা করার জন্য ২কোটি ৮৮ লক্ষ বছর জাহান্নামে থাকবে(কানযুল উম্মাল,খণ্ড-৭পৃষ্ঠা-১১৫,হাদীস নং-১৮৮৮৩)।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

প্রশ্ন উত্তরে ইসলামী নসিহত

এম এস সাক্বাফী---

প্রশ্নঃ-শয়তান কতজন ব্যক্তিকে ভয় পায়?

উত্তর:- হযরত আবুল লাইস সমরকন্দী নিজ কিতাব তাম্বিহুল গা—ফিলিনের মধ্যে হযরত ওহাব বিন মুনাব্বাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে একটি রাওয়ায়েত করেছেন যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানকে জিজ্ঞাসা করেন অ্যায় অভিশপ্ত! তোর কত শত্রু আছে?

শয়তান উত্তর দিলো যে, ১৫ ধরণের ব্যাক্তি হলো আমার শত্রু।

১)প্রথম শত্রু আপনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ২)আদিল(ইনসাফকারী)বাদশা ও আদিল হাকীম ৩)সাহায্যকারী ধনী ব্যক্তি ৪)সত্যবাদী ব্যবসায়ী ৫)খুশুকারী আলিম ৬)ভালায়ীকারী মুমিন ৭)রহমদিলওয়ালা মুমিন ৮)তাওবাকারী যে নিজের তাওবা ভঙ্গ করে না ৯)হারাম বা অবৈধ থেকে দূরে থাকা ব্যক্তি ১০)সব সময় ত্বাহারাত বা অজু অবস্থায় যাপনকারী মুমিন ১১)বেশী বেশী স্বাদকা দানকারী মুমিন ১২)লোকেদের সাথে হুসনু সুলুককারী মুমিন ১৩) লোকেদেরকে লাভ প্রদানকারী মুমিন ১৪)সবসময় ক্বোরআন তিলাওয়াতকারী আলিম ও হাফিয ১৫)রাত্রিতে এমন সময় তাহাজ্জুদ ও নফল পাঠকারী ব্যক্তি যেসময় সব লোক শুয়ে পড়েন (তাম্বিহুল গা—ফিলিন,পৃষ্ঠা-৪৭৯)।

প্রশ্নঃ-কি কি মন্দ কর্ম করলে আযাব ও বালা মুসিবত অবতীর্ণ হয়?

উত্তরঃ-হযরত মাওলা আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আমার উম্মত যখন ১৫টি মন্দ কর্ম করে তখন উম্মতের উপরে বালা মুসিবত অবতীর্ণ হয়।

জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মন্দ কর্মগুলি কি কি? তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ-১)যখন গণীমতের মালকে নিজস্ব দৌলত মনে করবে ২)আমানতকে গণীমত মনে করা হবে ৩)যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে ৪) ইল্‌মে দ্বীন দুনিয়া লাভের জন্য শিক্ষা করা হবে ৫)পুরুষ নিজের স্ত্রীর ফরমাবরদারী বা গুলামী করবে ৬)পুরুষ নিজের মায়ের নাফরমানি করবে অর্থাৎ তার কথা শুনবে না ৭)মানুষ নিজের বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে কিন্তু নিজের বাপের সাথে দূর্ব্যবহার করবে এবং অসভ্যের মত আচরণ করবে ৮)মানুষ মাসজিদে শোরগোল ও চেঁচামেচি করবে ৯)কুচরিত্রের লোক নিজেদের সমাজের নেতা(মোড়ল)নির্বাচিত হবে(৮ ও ৯ এই দুটি রাওয়ায়েত হযরত আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর নয় বরং এই দুটি হযরত আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু করেছেন যা তিরমীযি শরীফে হযরত আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের পরে রাওয়ায়েত হয়েছে) ১০)অপমানিত বা জলিল ব্যক্তি ক্বওমের প্রধান নির্বাচিত হবে ১১)মানুষের সম্মান ও তাযীম তার অত্যচার হতে বাঁচার জন্য করবে ১২)লোক বেশী বেশী করে মদ্য পান করতে থাকবে ১৩)পুরুষও মহিলাদের মতো রেশমের কাপড় পরিধান করতে থাকবে ১৪)নাচ গান প্রদর্শনকারী মহিলা এবং গান বাজনার যন্ত্র পাতিকে গ্রহণকারী(নিজের কাছে রাখবে) ব্যক্তি ১৫)এই উম্মাত পূর্ববর্তী লোকেদের উপর অভিশম্পাত করতে থাকবে। তখন ঐসময় সুর্খ লাল ঝড়,ভূমিকম্প,মাটি ধ্বসে যাওয়া,চেহেরা বিগড়ে যাওয়া এবং পাথর বর্ষিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকো এবং ঐসমস্ত চিহ্নের অপেক্ষা করতে থাকো যা

https://ashrafidotcom.wordpress.com

একের পর এক এইভাবে আসবে যেভাবে হার বা মালা ছিঁড়ে গেলে তার দানাগুলি যেভাবে একের পর এক ছড়িয়ে পড়তে থাকে(তিরমিযী শরীফ খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-৪৪)।

প্রশ্ন;-হযরত হাসান বসরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর মতে বর্তমান যুগের লোক কত প্রকারের?

উত্তর;-বর্তমান যুগের লোক হল ছয় প্রকার;- ১)সিংহ ২)বাঘ ৩)শুকর ৪)কুকুর ৫)লোমড়ি(বন্যপ্রাণী) ৬)ছাগল।

১)সিংহ;-সিংহ বলতে বোঝায় দুনিয়ার বাদশাগণকে যারা জন সাধারণের রক্ত পান করতে থাকে **২)বাঘ;**-বাঘ বলতে বোঝায় ঐসমস্ত ব্যবসায়ীদেরকে যারা জায়েজ, নাজায়েজ মাল জমা করতে থাকে **৩)শুকর;**-শুকর বলতে বোঝায় ঐব্যক্তিদেরকে যারা মহিলাদের মত চালচলন গ্রহন করে থাকে এবং তারা যোগ্য অযোগ্য লোকের গুলামী করে থাকে **৪)কুকুর;**-কুকুর বলতে ঐ ব্যক্তিদেরকে বোঝায় যারা হাক্বকে ছেড়ে বাতিলকে গ্রহণ করে থাকে **৫)লোমড়ি;**-লোমড়ি বলতে ঐব্যক্তিদেরকে বোঝায় যারা মিসকিন সেজে দুনিয়া লাভ করার জন্য দ্বীনকে বিক্রি করে থাকে **৬)ছাগল;**-ছাগল বলতে ঐব্যক্তিদেরকে বোঝায় যাদের চামড়া ছাড়ানো হয়,গোস্ত খাওয়া হয়,দুধ পান করা হয় এমনকি তাদের হাড়কে ভেঙ্গে ঔষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়(এরা হল সাধারণ লোক)(ক্বালউবী পৃষ্ঠা-২২৫)

প্রশ্ন;-শরীর অসুস্থ হওয়ার কয়টি কারণ ও কি কি?

উত্তরঃ-আল্লামা শাহাবুদ্দীন কালউবি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন ১২টি বস্তু এমন আছে যা দ্বারা মানুষের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে ১)গরদান থেকে খুন বের হওয়া যাকে হাজামাত বলা হয় ২)ইঁদুরের ঝুটা খাবার খাওয়া ৩)টক জাতীয় খাবার খেলে ৪)জিন্দা জুঁ(উকুন বা কাপড়ে একধরণের ছোট ছোট পোকা তৈরি হয় তাকে জুঁ বলে)খাওয়া ৫)ঠেক লাগিয়ে খাবার খাওয়া ৬)পবিত্র পানিতে প্রসাব করা ৭)আঙ্গুলের দ্বারা খেলা করা ৮)মহিলাদের মাঝে চলাফেরা করা ৯)ক্বরে নাসাব শুদা(খান্দান ভিত্তিক) বই পাঠ করা ১০)আল্লাহর যিকির ব্যতিত খাওয়া ১১)আসরের পর শোয়া ১২)সুলিতে চাপানো লাশ দেখা(কালউবি পৃষ্ঠা-২৩৮)।

প্রশ্ন;-শরীর সুস্থ এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকার জন্য লাভদায়ক টিপস্ কি কি?

উত্তরঃ-আল্লামা শাহাবুদ্দীন কালউবি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন ১০টি বস্তু এমন আছে যা দ্বারা মানুষের শরীর সুস্থ থাকে ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় ১)মিষ্টি জিনিস খাওয়া ২)গর্দানের নিকটের গোস্ত খাওয়া ৩)গম (গমের তৈরী বস্তু)খাওয়া ৪)শুক্‌নো রুটি খাওয়া ৫)সুরখ কিসমিস খাওয়া ৬)মধু পান করা ৭)মিষ্টি আপেল খাওয়া ৮)চাল(ভাত বা চালের তৈরী জিনিস)খাওয়া ৯)তাজা খেজুর খাওয়া ১০)মাথায় তেল দেওয়া(কালউবি পৃষ্ঠা-২৩৮)।

যেকোন বড় চার জন আলিমের পবিত্র মুখ দ্বারা অমূল্যবাণী বর্ণনা করুন?

১)হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করা হল ইলম হাসিল করার বয়স কোনটা তিনি উত্তরে বললেন;- اَلْعِلْمُ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ

অনুবাদ;-ইল্‌ম হাসিল করার বয়স হলো কোল থেকে আরম্ভ করে ক্বর পর্যন্ত

২)হাকীম জা'লীনুস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হল আপনি এত ইল্‌ম এবং জ্ঞান হিকমত কি করে অর্জন করলেন?

উত্তরঃ-তিনি বলেন আমি আমার দিনার দিরহাম(টাকা-পয়সা) এবং আমার ক্ষমতা জিন্দেগীর আয়েশ আরাম খানা পিনাতে খরচা করি নি বরং প্রয়োজনে খরচা করেছি তার জন্য এই দরজা হাসিল করেছি।

৩)হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হল সবথেকে বেশী ইলমের মুহতাজ কে? বাকী অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়--

https://ashrafidotcom.wordpress.com

এপ্রিল ফুলঃ মুসলমানদের জন্য নির্মমতা ও শোকের স্মারক

ফকীর আব্দুল মুস্তাফা রেজবী---

এপ্রিল ফুলকে বিশ্ব ইতিহাসে উপহাসের দিন স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। আর এর করাল গ্রাসের ছায়া পড়েছে সারা বিশ্বের অন্যান্য জাতির সাথে সাথে মুসলমান দের মধ্যেও। এসম্পর্কে প্রথমেই বলা উচিৎ যে,এ দিনটিকে মানুষ প্রতারণা ও উপহাসের দিন হিসাবে ব্যবহার করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। অন্য জাতিদের কথা দূরে থাক ইসলাম কাউকে প্রতারণা করা বা উপহাস করাকে অনুমতি দেয়নি। এসম্পর্কে ক্বোরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ-হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রুপ করবে;এটা বিচিত্র নয় যে,তারা ঐ বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম হবে; এবং না নারীগণ নারীদেরকে(বিদ্রুপ করবে);এটাও বিচিত্র নয় যে,তারা এই বিদ্রুপকারীনীদের অপেক্ষা উত্তম হবে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না আর একে অপরের মন্দ নাম রেখো না। কতই মন্দ নাম মুসলমান হয়ে ফাসিক্ব বলোনা! এবং যারা তাওবা করে না,তবে তারাই যালিম(২৬ পারা সুরা-হুযুরাত,আয়াত-১১,কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

*'O believers! Let not the men scoff at the men, perchance they may be better than those who scoff, and nor the women at other women, perchance that they may be better than those women who scoff, and do not taunt one another and nor call one another by nick-names. What a bad name is, to be called a disobedient after being a Muslim, and those who re-*pent not, they are the unjust.(Kanz-UL-Eeman).

শোকের স্মারক এপ্রিল ফুলঃ-এপ্রিল ফুলের নেপথ্যে যে ঘটনাটি জড়িয়ে রয়েছে সেটি হল মুসলমানদের প্রতি নির্মমতা,প্রতারণা ও বিদ্বেষের কারণ। যে কাহিনীকে কেন্দ্র করে এপ্রিল ফুল এর সূত্রপাত সেটি হল এরূপ;- ৭১১ সালের অক্টোবরে মুসলমানরা স্পেন জয় করে। ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচারের মুগ্ধ হয়ে লাখো লাখো মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাশা পাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়ে থাকে এদিকে ইউরোপীয়দের মুসলমানদের এই অগ্রযাত্রা রাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুসলমানদের এই অগ্রযাত্রা ইউরোপীয় মাটি থেকে মুসলিম শাসনের অধীন থাকার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে পড়ে। অতঃপর আরগুনের ফার্দনান্দ ও কাস্তালোয়ার পর্তুগিজ রানী ইসাবেলা এই দুই জন মুসলিম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

তারা সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের উপর আঘাত হানার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা মুসলমানদের দূর্বলতার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এমন সময় ১৪৮৩ সালে আবুল হাসান এর পুত্র আবদুল্লা বোয়াবদিল খ্রীষ্টান শহর আক্রমন করে পরাজিত ও বন্দী হয়। ফার্দনান্দ বন্দি বোয়াবদিলকে গ্রানাড ধ্বংসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে একদল সৈন্যদিয়ে বোয়াদিলকে প্রেরণ করে তাদের বিরুদ্ধে। বিশ্বাসঘাতক বোয়াদিল ফার্দিনান্দ ধূর্তামি বুঝতে পারেনি ও নিজের পতন নিজের দ্বারাই সংঘটিত হবে এ কথা তখন তার মনে জাগেনি। খ্রীষ্টানরা উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে তাদের লক্ষ বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরিকল্পনা কার্যকর করতে থাকে। বোয়াদিল গ্রানাডা আক্রমণ করলে আজ-জাগাল উপায়ন্তর না দেখে মুসলিম শক্তিকে টিকিয়ে রাখার মানষেই বোয়াদিলকে প্রস্তাব দেন যে,গ্রানাডা তারা যুগ্নভাবে শাসন করবে ও সাধারণ শত্রুদের মোকাবেলার জন্য লড়াই করতে থাকবে। কিন্তু আজ-জাগালের দেওয়া এ প্রস্তাব অযোগ্য হতভাগ্য বোয়াদিল প্রত্যাখ্যান করে। ফলে শুরু হয় উভয়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ফার্দিনান্দ ও রাণী ইসাবেলা মুসলমানদের এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের সুযোগ লুফে নিয়ে গ্রাম গঞ্জের নিরীহ মুসলিম নর-নারিকে হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে ছুটে আসে শহরের দিকে।

এক পর্যায়ে রাজধানী গ্রানাডা অবরোধ করে। এতক্ষণে টনক নড়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর,তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে এবং ভড়কে যায় সম্মিলিত বাহিনী। সম্মুখযুদ্ধে নির্ঘাত পরাজয় বুঝতে পেরে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় শহরের বাইরে শষ্যখামার। বিশেষ করে শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস ভেগা উপত্যকা। ফলে দূর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে সেখানে হাহাকার দেখা যায়। এই সুযোগে প্রতারক ফার্ডনান্ড ঘোষণা করে মুসলমানরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় ও নিরস্ত্র অবস্থায় মাসজিদে আশ্রয় নেয় তাহলে তাদের বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে আর যারা খ্রীষ্টান জাহাজগুলোতে আশ্রয় নেবে তাদের অনান্য মুসলিম রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে অন্যথায় তোমাদের জীবন বির্সজন দিতে হবে দূর্ভিক্ষ তাড়িত অসহায় নারী-পুরুষ ও বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন নেতাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় সবাইকে নিয়ে আল্লাহর ঘর মাসজিদে আশ্রয় নেয় কেউ কেউ জাহাজগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু শহরে ঢুকে ক্রিশ্চান বাহিনী নিরস্ত্র মুসলমানদের মাসজিদে আটকে বাহির থেকে প্রতিটি মাসজিদে তালা লাগিয়ে দেয় অতঃপর একযোগে সব মাসজিদে আগুন লাগিয়ে বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ে কেউ উইপোকার মত আগুনে পুড়ে যায় তারা আরো জাহাজগুলোকে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে দেয়া হয়,অনেকেরই সলীল সমাধি হয়,জলন্ত অগ্নি শিখায় দগ্ধ সাত লক্ষাধিক মুসলিম নারী ও পুরুষ ও শিশুদের আর্তচিৎকারে গ্রানাডার আকাশ বাতাস যখন ভারি হয়ে ওঠে তখন আনন্দের আতিশয্যে ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে তৃপ্তির হাসি হেসে বলতে থাকে:-

Oh! Muslim! how fool you are!

অর্থাৎ:-হে মুসলমান তোমরা কত বোকা।

যেদিন এই হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিলো সেই দিনটি ছিল ১৪৯২ সালের পহেলা এপ্রিল। সেদিন থেকেই প্রতি বছর শহীদ পহেলা এপ্রিল পালন করে আসে এপ্রিল ফুল ডে কথা এপ্রিলের বোকা দিবস মুসলমানদের বোকা বানানোর এই নিষ্ঠুর ধোঁকাবাজ স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ইউরোপে এপ্রিল ফুল দিবস পালিত হয়। এছাড়াও আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে ঘটনাটি হল তারা কোনভাবেই যখন মুসলমানদের পরাজিত করতে পারছিল না,

(বাকী অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়-)

https://ashrafidotcom.wordpress.com

ইসলাম ধর্মে ইবাদাত এর ধারণা

মুফ্তী লুৎফুর রহমান মিসবাহী আযহারী-----

প্রিন্সিপাল মাদ্রাসা গাওসিয়া ফাসিহিইয়্যা মাদীনাতুল উলুম,খালতিপুর,কালিয়াচক,মালদা

এই কথাটি নিজস্থানে সঠিক যে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেরূপভাবে ইরশাদ হয়েছঃ-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

অনুবাদ;-এবং আমি জিন্ ও মানবদে এর জন্যই সৃষ্টি করেছি যে,আমার ইবাদাত করবে(সুরা-যা রিয়াত,পারা-২৭,আয়াত-৫৬,কানযুল ঈমান)।

অপর এক স্থানে এরূপভাবে ইরশাদ হয়েছেঃ-

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ﴿۲﴾

অনুবাদ;-তিনিই,যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায় তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম এবং তিনিই মহাসম্মানিত, ক্ষমাশীল(সুরা-মুল্ক,পারা-২৯,আয়াত-২)।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ লামিন নেক আমল করার দ্বারা কামিয়াবি হাসিল কারীদের অফুরন্ত নিয়ামত রেখেছেন। জান্নাতের সকল প্রকারের আরাম ও বিলাসিতা তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। যেভাবে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন;-

وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِیْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵﴾

অনুবাদ;-এবং সুসংবাদ দিন তাদেরকে,যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে যে তাদের জন্য বাগান (জান্নাত)রয়েছে,যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। যখন তাদেরকে ঐ বাগানগুলো থেকে কোন ফল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা(সেটার বাহ্যিক আকার দেখে)বলবে,এতো সে-ই রিযক্ব,যা আমরা পূর্বে পেয়েছিলাম এবং সে-ই ফল,যা(বাহ্যিক আকৃতিগতভাবে)পরস্পর সাদৃশ্যময়, তাদেরকে দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য সে-ই বাগানগুলোতে (জান্নাতসমূহ)পবিত্র স্ত্রীগণ রয়েছে এবং তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। (সুরা-বাক্বারা, পারা-১আয়াত-২৫,কানযুল ঈমান)

কিন্তু যারা আল্লাহ্র নাফরমানী করবে তাদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আ লামিন এমন এক ভয়ানক আযাব এবং কঠিন সাজাতে লিপ্ত করবেন যার ধারণা মানুষের করা সম্ভব নয়। তার একটি উদাহরণ হল,যেরূপভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আ লামিন ঐরূপ মানুষদের জন্য ইরশাদ করেছেন যারা লোকের মধ্যে খারাপ জিনিস প্রসার করাকে পছন্দ করেঃ-

اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۙ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۹﴾

অনুবাদ;-ঐসব লোক যারা চায় যে,মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক,তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে- দুনিয়া ও আখিরাতে এবং আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না(সুরা-নূর,পারা-১৮,আয়াত-১৯,কানযুল ঈমান)।

কিন্তু ইবাদাতের শব্দটি যখনই মুখের মধ্যে আসে

https://ashrafidotcom.wordpress.com

তখননির্দিষ্ট সময়ে নির্দষ্ট কাজ কর্মের দিকে মন চলে যায়। এবং আমরা এরূপ ভাবতে থাকি যে, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া,রমজান শরীফের রোজা রাখা,হজ করা এগুলোই হলো ইবাদাত। এই জন্যই বেশীরভাগ সময় লোকেদের এরূপ বলতে শোনা গেছে যে, এটি দিনের মজলিস সুতরাং দুনিয়াবি কোন কথা বলবেনা। যা দ্বারা এটা বোঝা যায়, মানুষ যদি সবসময় ইবাদাত এবং নেক কাজে অতিবাহিত করতে চায় তাহলে সে তার সমস্ত সময়কে ইবাদাত এর মধ্যে অতিবাহিত করতে পারে না। তাহলে আসুন দেখি ইবাদাতের গুঢ়তত্ত্ব কি রয়েছে? শরিয়তের মধ্যে ইবাদাতের ধারণা হলো আল্লাহ্ তায়ালার সহিত খুবই একাগ্রতা ও নম্রতার দ্বারা ভালোবাসার প্রদর্শন। আর আল্লাহর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া। তাহলে এটা বিবেচনাযোগ্য যে,শরীয়তের মধ্যে ইবাদাত এর অর্থ সুপ্রশস্ত। কিন্তু তার ধারণাকে এমনই সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে যে প্রতিনিয়ত মহান রাব্বুল আ¯লামিনের তাবেদারীতে লেগে থাকার পরও তার মধ্যে এ সম্পর্কে ধারণা জন্মে না। হ্যাঁ,এটা অন্য কথা যে নম্রতা, ভদ্রতা, একাগ্রতা, তাবেদারি এবং মুহাব্বাত খোদাভীতি এবং পুর্ণতার হাক্বীকাত কিরূপে এবং তার সত্য উদঘাটন হয়? এ প্রসঙ্গে আমি এই কথাটি পরিস্কার করতে চাই নম্রতা-ভদ্রতার ভিত্তি হলো ইনসান অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার কুদরাত আযমত ও বাদশাহীত্বর সম্পর্কে পরিপূর্ণ এবং সঠিকভাবে ধারণা লাভ। আর সাথে সাথে এ কথা জানা প্রয়োজন,আল্লাহ্ তায়ালা একমাত্র উপকার এবং কল্যাণ পৌঁছানোর মালিক,তিনি প্রদানকারী এবং বঞ্চিতকারী,তিনি ব্যতিত সকলেই তার নিকট সাহায্য প্রার্থী। যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ রাব্বুলা আ¯লামিন সম্পর্কে এতগুলি কথা ব্যক্ত হয়,তখন মানুষ নম্রতা এবং ভদ্রতার উচ্চশিখরে আরোহন করে। আর যখন নম্রতার সত্যতা যাচাই হয় তখন মুহাব্বাত হয়েই থাকে। কারণ মুহাব্বাত নাম হলো অন্তরের উপভোগের অন্তরের স্বস্তি এবং দিলের প্রশান্তি। পূণরায় যখন মানুষ আল্লাহর সহিত মুহাব্বাত করে তখন তার নিকট প্রতিটি বস্তু প্রিয় হয়ে ওঠে যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন। প্রত্যেকটি ঐবস্তু অপছন্দ হয়ে ওঠে যেগুলি আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। আল্লাহ্ পাকের সমস্ত রকম আইন কানুন তার নিকট উত্তম হয়ে দাঁড়ায়। পূণরায় ও ভদ্রতা এবং ভালবাসা ও প্রীতি ভয় ও ভীতির পর্যায় উপস্থিত হয়। এর অর্থ হলো এটাই যখন মানুষ আল্লাহ্ রাব্বুল আ¯লামিনের সহিত মুহাব্বাত করতে শুরু করে তখন মানুষ আল্লাহ্ রাব্বুল আ¯লামিনের সঙ্গে সম্পর্ক এতই মজবুত হয়ে যায় যে, তার মধ্যে বিন্দু মাত্র অন্য কোন বাধাকে বরদাস্ত করে না যেরূপভাবে একজন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের ক্ষুদ্রতম ভুলকেও খারাপ মনে করে এবং তা থেকে সে ভীতু হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মানুষ ওইস্থানে আরোহন করে আল্লাহ্ রাব্বুল আ¯লামিনকে খুবই ভয় করতে থাকে। এজন্যই বলা হয় আল্লাহ্ তায়ালার নেক বান্দারা সর্বদা আশা ভরসা এর মধ্যবর্তী স্থানে জীবন যাপন করতে থাকেন। এরপর আমি কিছুটা বিস্তারিত দিকে যায় যার দ্বারা আমার আলোচনা পরিস্কার হয়ে যাবে। আসলে কথা হলো আল্লাহ্ রাব্বুল আ¯লামীনের দরবারে প্রতিটি বস্তুকে দর্শন ও যাচাইয়ের উপায় হলো বান্দার নিয়ত এর উপর নির্ভরশীল। তার অন্তর কতটা পবিত্র ছিলো এবং কতটা পরিস্কার হল। যেরূপভাবে সরকারে দো আলাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,অবশ্যই আমলের স্থিতি নিয়তের উপর বিদ্যমান এবং প্রতিটি মানুষের জন্য ওই রূপ হয় যেরূপ নিয়াত করে থাকে। এর অর্থ হল, মানুষের বড় থেকে বড় কাজ যেমন-হাজ্জ বেকার হয়ে যেতে পারে যদি তার নিয়ত ঠিক না থাকে। আর ছোট ধরণের আমল যা নাজাতের জন্য জারিয়া তৈরি হয়ে যায় যদি সেটা পবিত্রতার সহিত সম্পন্ন করা হয়।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

এখন কথা হল নামায,রোযা,হজ্জ,যাকাত যেগুলিকে আমরা শৈশব অবস্থা হতে শুনে আসছি এগুলো কি? উত্তরে বলা হয়,এগুলি হল ইবাদাত যেটা আমাদের আসল কর্তব্য যার দ্বারা বান্দা আল্লাহ্ রাব্বুল আ—লামীনের সান্নিধ্য লাভ করে। আর এই চারটি প্রধান কাজ যেগুলি আল্লাহ্ বান্দার জন্য ফরয করেছেন। যেগুলি দ্বারা বান্দা একাগ্রতার সহিত পালন করে আল্লাহ্ রাব্বুল আ—লামিনের নৈকট্য হাসিল করার চেষ্টা করতে থাকে, আল্লাহ্ রাব্বুল আ—লামিন হতে দূরত্ব না হয়ে থাকে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইবাদাত শুধুমাত্র এই চারটি বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এগুলো ছাড়াও দুনিয়ার মধ্যে আরো কিছু বিদ্যমান।

আর এই কথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে,নামায, রোযা,হাজ্জ,যকাত খুব গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে কোন রুপ নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য বিদীয়মান হয়ে থাকে তাহলে তার ফায়দা ওই পর্যন্তই যায়। আল্লাহ্ তায়ালার সহিত তার কোন সম্পর্ক থাকে না। যেরূপ নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ-

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

অনুবাদ;-আল্লাহ্ হলেন পবিত্র,শুধু তিনি পবিত্র জিনিসই কবুল করেন।

সুতরাং, যদি কেউ দেখানোর জন্য নামায পড়ে তাহলে নামাযী তো বলা যাবে, যেরূপভাবে রোযাদার বলার জন্য রোযা রাখা। হাজী তো বলা যাবে,যে নাম পাওয়ার জন্য হাজ্জ করেছে। কিন্তু এসবের বদলা পাওয়া যাবেনা। সুতরাং ওই রূপ যদি কেউ কোন ছোট আমল করে যেমন রাস্তা থেকে কোন পাথরকে সরিয়ে দেওয়া শুধু এই নিয়াতে যে কোন মুসলমান যেন তার দ্বারা আক্রান্ত না হয়। তাহলে তার সেই আমলই নাজাতের রাস্তা হয়ে যাবে। এখন এর বিস্তারিত করার জন্য মানুষ যদি নিজের জিন্দেগীর হিসাব লাগায়,তাহলে শুধু পবিত্র নিয়াতের ফলে তার জীবন জান্নাতের হয়ে দাঁড়ায় এবং তার পুরোদিন নেক কাজে অতিবাহিত হয়। আর আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকে। অপরদিকে দাওয়াত দিতে পারে এবং পানাহর এই জন্যই করে যে, সে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে। কারো সাথে কথাবার্তা এবং বন্ধুত্ব এই উদ্দেশ্যেই রাখে, খুবই আদব ও সম্মানের সহিত এবং ভালো চরিত্রের সহিত সম্পর্ক এই কারণে করে যে,সে আল্লাহর বান্দা। তাহলে সে নিজেও খুশি হবে। তাতে সন্তুষ্টি পৌঁছাবে এবং অন্তরে তৃপ্তি পাবে। তাহলে এটাও ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হবে। এমনকি যদি কেউ ইস্তেঞ্জার জন্য যায়,আর তার এই নিয়াত থাকে যে ওই অপবিত্র থেকে এই কারণেই পাক হতে চায়,যেন আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদাতের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি না হয়। তাহলে তার এই কাজ করাও ইবাদাত এর মধ্যে গণ্য হবে।

পরিশেষে বলা যায় মানুষ যদি চায় তাহলে তার পুরো জিন্দেগীকে ইবাদাতে ইলাহীর মধ্যে কাটাতে পারবে। আর মানিষের জীবন সুমধুর হয়ে উঠবে। তাহলে পুণরায় আমি জোর পূর্বক এটা বলতে পারি যে,এরপর দুনিয়ার মধ্যে কোনরূপ জুলুম বাকী থাকবে না। বরং দুনিয়া হতে সবরকম ফিতনা-ফ্যাসাদ দুরীভূত হবে। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এই দুয়া যে, আমাদের তার হুকুম অনুসারে পুরো জিন্দেগী অতিবাহিত করার তাওফিক্ব দান করুন।(আমিন বি জাহি সাইয়্যেদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

https://ashrafidotcom.wordpress.com

২৫ পৃষ্ঠার বাকী অংশ–

উত্তর;-তিনি উত্তরে বললেন যে সবচেয়ে বড় আলিমই হলো সবচেয়ে বেশী ইল্মের মুহতাজ কেন না,বড় আলিমের ভুল বড়ভুল বলে গণ্য হয় ৪)হযরত কায়াব রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হল কোন বস্তু যা দ্বারা আলিমের ইল্ম তার থেকে বের হয়ে যায়? **উত্তর;**-তিনি বললেন মাল দৌলতের দরখাস্ত করা(অধিক মাল দৌলত হাসিল করার জন্য অন্যের দারস্ত হওয়া)কেন না ইল্ম এবং মালদৌলত হল একে অপরের বিপরিত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ফরমান হল;-যে দুনিয়ার সাথে মুহাব্বত করবে সে আখিরাতের ক্ষতি করবে এবং যে আখিরাতের সাথে মুহাব্বত করবে সে দুনিয়ার ক্ষতি করবে(মুসনাদে আহ্মদ খণ্ড-৪,পৃষ্ঠা-৪১২)।

---

২৭ পৃষ্ঠার বাকী অংশ–

আর এর কারণ তারা বুঝলো যে, মুসলমানদের মধ্যে তাকওয়া বা খোদাভীতি কাজ করে, যে কারণে তারা সবসময় জয়ী হয়। হলো তাই স্প্যানিশরা চালাকি করে মুসলমানদের অন্তর থেকে তাকওয়া বা খোদাভীতিকে দূর করার বিভিন্ন ফন্দি আঁটতে থাকে তারা চালাকি করে সিগারেট ও অ্যালকোহল পানীয় পান করার পর ধীরে ধীরে মানুষের অন্তর থেকে খোদাভীতি চলে যেতে থাকে এবং অবশেষে পহেলা এপ্রিল তাদের পতন ঘটে।

পরিশেষে বলা যায় মিথ্যা প্রতারণা ও বিদ্রুপ ১৩টি অপরাধ বিদ্যমান থাকায় ইসলাম মতে ১ লা এপ্রিল পালন করা অনুমোদন করে না এবং এটি একটি জঘন্যতম প্রথা বলে বিবেচিত।

আপনার মেয়েকে হাফিয়া এবং আলিমা বানানোর জন্য আজই যোগাযোগ করুন––

জামিয়া হাশমাতিয়া লিল বানাত

চক বাঁশবেরিয়া,মাদারান মহল্লা,পোঃ-বাঁশবেরিয়া,জেলা-হুগলি(পঃবঃ)।

পশ্চিম বঙ্গে মাসলাকে আলা হাযরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের মহিলাদের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই মাদ্রাসায় উপযুক্ত **৬জন** মহিলা আলিমা রয়েছেন যারা **বাগদাদী কায়েদা** থেকে **বুখারী শরীফ** পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস হিসাবে দার্সে নিজামিয়ার সিলেবাস মত ক্লাস নেন। এছাড়া ছাত্রীদের জন্য **মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক** বোর্ডের পরিক্ষা দেওয়ারও সুযোগ করে দেওয়া হয়। এছাড়া এই মাদ্রাসার সিকিউরিটী খুব কড়াকড়িভাবে রাখা হয়েছে শুধু ছাত্রীদের আত্মীয় ছাড়া অন্য কেউ তাদের সাথে দেখা করতে পারবে না। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা মাদ্রাসাতেই করা হয়েছে।

ভর্তি ফী–**৫০০/-টাকা**,এবং **প্রতি মাসে ৭০০/-টাকা** করে অভিভাবকদের বর্ডিং খরচা বহন করতে হবে। তবে **গরীব অভাবী এবং এতিম মেয়েদের** জন্য **ভর্তি ফী ছাড়া বর্ডিং** খরচা লাগবে না।

ট্রেনে যোগাযোগ;- বেণ্ডেল ষ্টেশন থেকে কাটোয়া লাইনে ১ স্টপেজ বাঁশ বেরিয়া ষ্টেশন এবং টোটোতে মাদ্রাসা হাশমাতিয়া লিল বানাত।

পরিচালকঃ-**হযরত মাওলানা কামরুদ্দীন সাহিল হাশমাতী সাহেব**

মোবাইলঃ-7439332510,8777682542

https://ashrafidotcom.wordpress.com

তায্‌কিরায়ে আক্বাবিরীন

আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর্ রহমান ইবনে আবী বাকার সূয়ুতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু

এম এস আশরাফী——

নাম-আব্দুর্ রহমান। **উপনাম**-আবুল ফযল। **উপাধি**-জালালুদ্দীন এবং ইবনুল কেতাব।

'ইবনুল কিতাব';-এর ব্যাপারে তাফসিরে জালালাইন(যা বেইরুত হতে মুদ্রিত)পুস্তকের মধ্যে 'আল মাসখুল' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে-তাঁর আব্বাজান তার আম্মাজানকে একটা কেতাব আনতে বললেন এবং লাইব্রেরীতে বই খোঁজার সময় তার মায়ের প্রসব ব্যাথা অনুভূত হয় ফলে সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার জন্ম হয়। আর এজন্যই ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে ইবনুল কেতাব বলা হয়।

জন্মঃ-প্রথম রজব ৮৪৯হিজরী,ইংরাজি ৩ অক্টোবর ১৪৪৫ সাল রবিবার বাদ নামযে মাগরীব মিশরের কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন। যেখানে তাঁর পিতা আশ্‌শাখুনিয়া মাদ্রাসায় ফিকাহের বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন।

সিলসিলায়ে নাসাব;-আব্দুর্ রহমান বিন কামাল আবী বাকার বিন মুহাম্মাদ বিন সাবিক্ব উদ্দীন বিন আলফাখার ওসমান বিন নাযীর উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন সাঈফুদ্দীন খাদ্‌র বিন নাজমুদ্দীন বিন আবী সিলাহ আইউব বিন নাসীর উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আশ্ শাইখ হামামুদ্দীন আল হামাম আলখাদ্‌রী আস্ সূয়ুতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার শিক্ষক মণ্ডলী।

ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা (ইন্তেকাল ৯৭৩হিজরী ইং-১৫৬৫)'আত্ তাবকাতু সুগরা'তে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা থেকে উদ্ধৃত করে তার ৬০০জন শিক্ষকের কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার কিছু সংখ্যক শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হল;-

১)হযরত আল্লামা ইমাম শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহম্মাদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু পরিচিত জালালুদ্দীন মহল্লী নামে(ইন্তেকাল ৮৬৪হিজরী)(জালালাইন শরীফের শেষ অর্ধাংশের লেখক)।

২)হযরত আল্লামা আলীমুদ্দীন সালেহ্ বুলকেয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ইন্তেকাল ৮৬৮হিজরী)শিক্ষক ইল্‌মে ফিক্বাহ্। ৩)হযরত আল্লামা আশ্‌রাফুল মুনাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৬৮হিজরী)। ৪)হযরত আল্লামা তাক্বীউদ্দীন শামানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ইন্তেকাল ৮৭২হিজরী) ৫)হযরত আল্লামা মুহীউদ্দীন সুলাইমান কাফিজী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৭৯হিজরী)শিক্ষক মায়ানী ও বায়ান উসুল ও তাফসীর ৬)হযরত আল্লামা সাইফুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল হানাফী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ইন্তেকাল ৮৮১হিজরী)৭)হযরত আল্লামা শাইখ আব্দুল ক্বাদীর বিন আবীল ক্বাসীম আল আনসারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৮০হিজরী)শিক্ষক ইল্‌মে হাদীস। ৮)হযরত আল্লামা শিহাবুদ্দীন শারমাসাহী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৬৫হিজরী) শিক্ষক ইল্‌মে ফারাইয ও হিসাব। ৯)হযরত আল্লামা আজাল কেনানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু। ১০)হযরত আল্লামা জাইনুল আক্বাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ১১)হযরত আল্লামা শামসুস্ সীরামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ১২)হযরত আল্লামা শামসু ফিরুমানী হানাফী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু, ইত্যাদি।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

হাজ্জ আদায় ও শিক্ষকের মসনদে অধিষ্ঠিত

বিভিন্ন ধরনের ইল্ম শিক্ষা করার পর ৮৭৯ হিজরী ইং ১৪৬৪ খ্রীঃ তে ফরজ হাজ্জ আদায় করেন এবং ফিরে আসার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাম(সিরিয়ায়),ইয়ামান,হিন্দুস্থান,পশ্চিমের বিভিন্ন শহরে সফর করার পর মিশরের কায়রোতে পৌঁছান। শিক্ষা শেষে সরকারী কর্মে যোগ দেন। আইন কানুনের ব্যাপারে সরকারের সাহায্য করেন।কিন্তু তার শিক্ষক হযরত আল্লামা বুলকেয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর সুপারীসে মাদ্রাসা শাইখুনিয়ার ওই স্থানেই যোগ দেন যে স্থানে তার আব্বাজান শাইখ কামালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু নিযুক্ত ছিলেন।

কিন্তু ৮৯১হিজরী ইং-১৪৮৬ খ্রীঃ তাকে শাইখুনিয়ার থেকে বড় মাদ্রাসা আল বীবুর সিয়াহ মাদ্রাসায় পাঠিয়া দেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি ১৫ থেকে ১৬ বছর জ্ঞান সমুদ্র প্রবাহিত করেন। তারপর হিংসার কারণে ৯০৬ হিজরী ইং-১৫০৬ খ্রীঃ মাদ্রাসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। যার জন্য তিনি আঘাত পান। আর এটাই হল তার কেতাব লেখার কারণ। তারপর সে শিক্ষকতার পদ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরিবিলিতে চলে যান এবং লোকেদের সাথে মেলামেশা পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। এমনকি লোকেদেরকে চিনতেও অস্বীকার করে দিতেন। এটা হল যে, তিন বছর পর যখন ঐ ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন যাকে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার স্থলে নিযুক্ত করা হয়েছিল তখন পুণরায় ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে উক্ত মাদ্রাসার জন্য ডাকেন কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন।

নিরিবিলি জীবন যাপন

মাদ্রাসা ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি নীল নদের ধারে একটা পছন্দনীয় জায়গা রাওজাতুল মীকয়াসে নিরিবিলিতে জীবন যাপন করতে থাকেন এবং দুনিয়া থেকে বিরাগভাজন হয়ে যান এবং নিজকে ধ্যান ইবাদাত, রিয়াজাত এবং লেখনীর মধ্যে নিয়োগ করেন জীবনের শেষ মূহুর্তাবধী এখানেই অবস্থান করছিলেন। বর্ণনা করা হয়েছে, যেবাড়িতে তিনি থাকতেন তার দরজা নীলনদের সম্মুখে ছিল ফলে, আমীর ও ধনীরা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন মোটা মোটা অর্থ তারা নাযরানা স্বরুপ পেশ করতেন কিন্তু তিনি কখনও তাদের নাযরানা কবুল করতেন না।

একবার সুলতান ঘোরী এক হাজার দিনার এবং একটা ক্রীতদাস পেশ করেন। তিনি দিনার ফিরিয়ে দিলেন এবং গুলামটাকে নিয়ে আজাদ করে দিলেন এবং পরে তাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হুজরা মুবারকের খিদমাতে নিযুক্ত করে দিলেন।

অসাধারণ মুখস্ত বিদ্যা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার মুখস্ত করার ক্ষমতা খুবই তীক্ষ্ণ ছিলো। যাহা একবার মুখস্ত করে নিতেন আর কখনও ভুলতেন না।

জালালাইনের মুকাদ্দামাতে আছে-ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা স্বয়ং নিজের ব্যাপারে বলেছেন যে তার দুই লক্ষ হাদীস শরীফ মুখস্ত ছিল। আরও বলেছেন যদি এর থেকেও বেশী হাদীস শরীফ থাকত তো আমি মুখস্ত করে নিতাম। হতে পারে সে সময় দুনিয়ার মধ্যে দুই লক্ষের অধিক হাদীস শরীফ মজুদ ছিলো না।

ইমাম সুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর কেতাব না দেখে বলে দিতেন এরূপভাবে অমুক কেতাবের অমুক পাতায় অমুক লাইনে এই মাসআলা পেয়ে যাবেন। তিনি যেটা বলতেন সেটাই হতো। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা উচ্চমানের বড় আলিমে দ্বীন, বড় চিন্তাবীদ গবেষক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন উচ্চধরণের লেখক এবং বড় মুহাদ্দীস ছিলেন।

https://ashrafdotcom.wordpress.com

সাতটি বিষয়ের ইল্‌মের ব্যাপারে স্বয়ং বলেছেন যাহা খাসায়েসে কোবরার ভূমিকায় বর্তমান।

আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহু আমাকে সাতটি বিষয়ে মাহারাত(পারদর্শী)প্রদান করেছেনঃ- ১)ইল্‌মে তাফসীর ২)ইল্‌মে হাদীস ৩)ইল্‌মে ফিক্বাহ্ ৪)ইল্‌মে নুহু ৫)ইল্‌মে মায়ানি ৬)ইল্‌মে বায়ান ৭)ইল্‌মে বাদী। উক্ত সাতটি বিষয়ে আমি এমন জায়গায় পৌঁছেছি যে,যেখান পর্যন্ত আমার শিক্ষকগণও পৌঁছাতে পারেনি। ইল্‌মে হিসাব আমার জন্য একটা ভারী বস্তু এবং তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

অতএব আমার মধ্যে ইজতেহাদের সমস্ত শর্ত বিদ্যমান আছে।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইল্‌মের গভীরতা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার সময়ে মিশরে ইল্‌মের চর্চা খুব বেশী ছিল,বড় বড় মুহাদ্দীসীন, হাদীসের হাফীয,ও বড় বড় মাশায়েখে কেরাম,এই পৃথিবীকে আসমানের মতো উচ্চ করেছিলো। কিন্তু হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পরে হাদীস শরীফের ইমলার(লেখার)চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। ২০ বছর পর ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা সেটাকে আবার চালু করেন।

হাদীস শরীফের খিদমাত ও ফাতাওয়া

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা ২৩ বছর বয়সে হাদীস পাকের ইমলা শুরু করেন। অনান্যরা অনেক বয়স হওয়ার পর হাদীস লেখার অনুমতি পেতেন। কিন্তু ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,অসাধারণ মুখস্ত বিদ্যার জন্য মুহাদ্দীসীনগণ তার উপর ভরসা করেন এবং যুবক অবস্থাতেই এই মহৎ কাজের মর্যদা তিনি হাসিল করেন। এইভাবেই তিনি ২২ বছর বয়সেই ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ শুরু করেন।

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমামন্তব্য করেন:- ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন,আমি ৮৭১হিজরীতে ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ শুরু করি। আমার সমকালীন আলিমরা ৫০ প্রকার মাস্ আলাতে আমার বিরোধিতা করেন,তখন আমি প্রত্যেকটি মাস্আলার ব্যাপারে আলাদা আলাদা করে কেতাব লিখে তার সত্যতা আমি বায়ান করেছি।

লেখনীর ময়দানে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা

আল্লাহ্ তায়ালা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছিলেন তার মধ্যে হল কলমের দ্রুততা,একদিনে তিন তিনটে খাতা শেষ করে দিতেন। ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী ত্বাবকাতুস্ সুগরাতে বায়ান করেছেন;-শাইখ শামসুদ্দীন আলাইহির্ রাহমা বর্ণনা করেন,আমি ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে দেখেছি এক দিনে তিনটি খাতা লিখে দিলেন এবং সাথে সাথে হাদীস শরীফেরও ইমলা করছিলেন কিন্তু কোন অলসতা ব্যতীত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন,আর তিনি বলছিলেন,যখন আমি কাহারোর প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি তখন তার উত্তরও তৈরী করে নিই যে, যদি আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে এই প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয় তাহলে তার উত্তর কি হবে।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লেখনীর একটা উদাহরণ হল জালালাইনের প্রথম ১৫ পারা, তার শিক্ষক ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী শাফেয়ী ১৬ থেকে ৩০ পারা জালালাইন শরীফ লেখেন এবং তার ইন্তেকালের পর ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা প্রথম ১৫ পারা চল্লিশ দিনে পূর্ণ করেন এমনকি সেই তাফসীরের নাম জালালাইন হয়ে গেল,এটা তাঁর কুওয়াতে হিফ্য ও লেখার উপর দালালাত করে। ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন;-

https://ashrafidotcom.wordpress.com

'নিজের যামানাতে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির রাহমা ইলমে ফুনুন ও হাদীসের সবচেয়ে বড় হাফিয ও আলিম ছিলেন। হাদীসের গারীব মালফাজ, ইসতেমবাতের আহকাম সমূহকে সম্পূর্ণ ভাবে চিনতেন। এই পর্যায়ে যে তিনি আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কিছু হাদীসের তাখরীজ করে সেই হাদীসের মুরাত্তাব করেন সেই হাদীস কোনটা হাসান কোনটা জঈফ সেটাও বর্ণনা করেন যাহা অন্য আর কেহ জানতেন না'।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লিখিত কেতাব সমূহের বর্ণনা

আসায়েসে কোবরার মুকাদ্দেমার মধ্যে বর্ণিত আছে। তার কেতাবের সংখ্যা হল,৩০০,৫০০,১০০০ বা ৪০০টি। আলইতকানের মুকাদ্দেমাতে আছে;তার কতাবের সংখ্যা হল,৫৭৬,বা ১৫৬১টি।

এছাড়া ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বহু কিতাব চুরি হয়ে গেছে;-ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন;-

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে বহু কেতাব চুরি হয়ে যায়। তার কেতাবের সঠিক সংখ্যা ঐ সময়ের ব্যক্তিগণও জানেন না। যে সমস্ত কেতাব চুরি হয়েছিল তার নকল কপি তাঁর কাছেও ছিলনা এই দুঃখে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা একখানা কেতাব লিখেছেন **আলবারিক ফী কাত্বয়ে ইয়াদিস্ বারিক** তার মধ্যে লিখেছেন -লেখক নিজের লেখনীর জন্য আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা রাখে কিন্তু যারা কিছু না করে সাওয়াবের আশা রাখে তারা কেমন হবে? (অর্থাৎ কেতাব চুরি করে নিজেদের নামে যারা বাজারে ছাড়ে তারা সাওয়াবের হক্বদার হবে কি?)।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা হলেন জান্নাতী

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে **অ্যায় শাইখুল হাদীস নিয়ে এসো** বলে সম্বোধন করেছেন,আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি কি জান্নাতী? উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন সত্তর বারের চেয়েও বেশী হয়েছে।

শাইখ আব্দুল ক্বাদির শাজুলি আলাইহির্ রাহমা বলেন,আমি তার লেখনিতে দেখেছি যেটা তিনি তার কিছু সাথীদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন;—হে আমার ভাই! আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করে থাকি। আমার ভয় হচ্ছে যদি আমি ঘুরীর মাজলিসে যাই তাহলে এই নিয়ামত আমার জন্য বিলোপ পাবে। তবে আমি তোমার ব্যাপারে হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট আরয করবো। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমার আক্বা আপনি কতবার জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করেছেন? উত্তরে বললেন সত্তর বারের অধিক।

কারামাত সমূহ

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা থেকে খুব বেশী কারামাত প্রকাশ হয়নি। কিন্তু কুরআন হাদীসের এত বড় খিদমাত করেছেন যে,তাহার লেখনীর কবুলিয়াতই হল তার বড় কারামাতের কারণ। হায়াতে ত্বাইয়েবাতেই তাহার কেতাব পূর্ব পশ্চিমে এমনকি হারামাইন ত্বাইয়্যেবাইনে মাকবুলিয়াত হয়েছিল।

বর্তমানে তার কালজয়ী কিতাব তাফসীরে জালালাইন শরীফ ভারত,বাংলাদেশ এবং পাকিস্থানের প্রায়ই মাদ্রাসাতে অধ্যয়ন করানো হয়।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

১

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার খাদীম মুহাম্মাদ বিন আলাল হুব্বাব আলাইহির্ রাহমা বলেন যখন সাইয়্যেদ উমার ইবনুল ফারিদ আলাইহির্ রাহমার ব্যাপারে শাইখ বুরহানুদ্দীন বাক্বায়ীর ফিতনা আরম্ভ হয়েছিল তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা আমাকে বললেন চলো সাইয়্যেদ উমার ইবনুল ফারিদ আলাইহির্ রাহমার যিয়ারাত করে আসি। এটা কায়লুলাহের(দুপুরে খাওয়ার পর শোয়ার টাইম) সময় ছিলো। যখন যিয়ারতের জন্য পাহাড়ে উঠলাম,সেখানে কিছুক্ষন বসলাম ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বললেন, আমার মৃত্যু পর্যন্ত যদি লুকিয়ে রাখো তাহলে আজ আসরের নামায কাবা শরীফে পড়বো। আমি বললাম ঠিক আছে। সে বলল আমার হাত ধরো আর চক্ষু বন্ধ করো। আমি চোখ বন্ধ করলাম এবং ২৭ ক্বদম চললাম বললেন, চোখ খোল। হঠাৎ দেখলাম আমরা জান্নাতুল মুয়াল্লার কাছে উপস্থিত হয়ে গেছি। তার পর আমরা হযরত খাদীযাতুল ক্বুবরা,ফুদ্বাইল বিন আইয়াদ এবং সুফিয়ান বিন ওয়াইনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণের যিয়ারাত করলাম অর্থাৎ ফাতিহা পড়লাম,কাবা শরীফের হেরেমে প্রবেশ করলাম। তাওয়াফ করলাম,যমযম শরীফ পান করলাম,তারপর আমাকে বললেন,হে অমুক যমিনের সঙ্কুচিত আশ্চর্যের কথা নয়। আশ্চর্য হলো মিশরের আমার কোন প্রতিবেশী আমাকে চেনেন না,তার পর বললেন যদি তুমি চাও তো আমার সঙ্গে আসতে পারো, আর যদি হাজিদের সাথে যেতে চাও তো যেতে পারো। আমি বললাম **আপনার সাথে যাবো**। তারপর বাবে মুয়াল্লাতে এলাম। অত:পর বললেন চোখ বন্ধ করে নাও। আমি চোখ বন্ধ করলাম। তারপর আমরা আব্দুল্লাহ্ জায়সীর নিকটে ছিলাম,আমারা সাইয়্যেদি উমার আলাইহির্ রাহমার নিকটে পৌঁছালাম। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা নিজের খচ্চরে আরোহন করলেন এবং আমরা তার ঘর জামে তুতুন পৌঁছে গেলাম।

২

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বর্ণনা করেছেন, আমার শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে বলতে শুনেছি,তিনি(৯১০হিজরীতে) বলেছিলেন শুনো যতদিন আমার ইন্তেকাল না হবে কাউকেও বলবে না;-আর এই কথা সেলিম বিন ওসমানের মিশরে প্রবেশ করার পূর্বে। বলেছেন ৯২৩ হিঃ ইহা মিশরের ধংসের সূচনার সাল। ৯৩৩ হিঃ তে তাদের নায়েবগণ ঘরওয়ালাদেরই ধংসের কারণ হবে তাদেরকে প্রতিরোধ করার মতো কেহ থাকবে না। ৯৫৭হিঃ মধ্যভাগেতে শ্বশানভুমিতে পরিণত হবে,মিশরের আমদানির চেয়ে খরচ বেড়ে যাবে এবং তার থেকেও বেশী ধংস লীলা ৯৬৭ হিজরীতে হবে।

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি এই কথা শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমার নিকটে সুলতান ঘুরীর সঙ্গে সেলিমের যুদ্ধের বছরে শুনেছি। এই কথা আমি কিছু আলিমদেরকে বলেছি যারা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে অস্বীকার করতেন। তারপর যখন সুলতান ঘুরীকে হত্যা করা হল সুলতান সেলিমের সৈন্য ৯২৩ হিজরীর শুরুতে প্রবেশ করল। আর চুরাকেসার ঘরয়ালাদের জ্বালাতে লাগল হত্যালীলা চালু করল। স্ত্রীলোকেদের বন্দীনি বানাতে লাগল,তখন শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমা বললেন,ঐ অস্বীকারকারীদের নিকট যাও এবং তাদেরকে বলো দেখো! ঐ সত্যকে যাহা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলছেন একটা দিনও ভুল হয়নি(অর্থাৎ যাহা বলেছিলেন সেই নির্দষ্ট দিনেই তাহা ঘটেছে)।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

৩

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির রাহমা বলেছেন,আমাকে আল্লামা বাদরুদ্দীন ত্বাব্বাখ আলাইহির রাহমা বলেছেন,যখন **আল বীরিসীয়াহ** এর সুফীরা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির রাহমার বিরুদ্ধে লেগে পড়েন,তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির রাহমা তাদের বিরুদ্ধে কেতাব লেখেন,ঐখানকার সুফীরা আমাকে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির রাহমার বিরুদ্ধে কেতাব লিখতে বলেন এবং রাত্রে আমি কেতাব লিখতে যখন বসলাম হঠাৎ করে রাত্রে আমার কোলে একটা কাগজ পড়ল তার মধ্যে লেখা ছিল—আমার মুমিন বান্দা!এই ধরণের কোন ব্যক্তিকে কষ্ট দিওনা যে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইল্‌মের অধিকারী। তখন আমি জবাব দেওয়ার জন্য যে লেখা লিখতে আরম্ভ করছিলাম। তা বন্ধ করলাম। এবং বুঝতে পারলাম ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির রাহমা সঠিক পথে রয়েছেন।

জমজমের পানি পান করাতেই এত বড় দরজা তিনি লাভ করেছেন

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তার এত বড় মর্তবা অর্জন লাভ করার কারণ তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন;-যে আমার একজন বন্ধু যার নাম হল ইমরান সে একবার বলল বন্ধু চলো আমরা একটা সফরে যাবো ইমাম সাহেব তার সাথে বের হয়ে গেলেন। সেই সফর কিন্তু ছিলো মরুভূমির উপর দিয়ে এবং মরুভূমি পার হওয়ার সময় দূর দুরান্তে কোন বস্তু দেখা যায় না শুধু বালি আর বালি। তারা দুজনে সফর করার সময় ইমরান ইমাম সাহেবকে বলল আমি রাত্রে ঘুমাবো আপনি জেগে মালের পাহারা দিবেন এবং আপনি দিনে ঘুমাবেন আমি মালের পাহারা দেব কারণ দুজনে একসাথে ঘুমালে কেউ মাল চুরি করে নিতে পারে।

ঠিক সেই ভাবেই প্রথমে ইমরান ঘুমিয়ে নিলো এবং ইমাম সাহেব পাহারা দিলেন ফজরের নামায পাঠ করার পর ইমাম সাহেবের পালা এছাড়া তিনি সারারাত জেগে কাটিয়েছেন,তাই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আর সেই সুযোগ বুঝেই ইমরান উট ও মাল-পত্র যা ছিলো সব নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয়। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, ইমাম সাহেব যেন এই মরুভূমির মাঝখানে কোন সাহায্য না পান এবং না খেয়ে সে যেন এখানেই মরে পড়ে থাকেন। ঠিক জোহরের পূর্বে ইমাম সাহেবের ঘুম ভাঙ্গলো এবং উঠেই তিনি দেখেন ভণ্ড বন্ধু সমস্ত মাল-পত্র এমনকি পানি পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছে। তাই ইমাম সাহেব চিন্তা করলেন সাধারণতঃ আমার বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর কিন্তু তবুও তিনি হাল ছাড়লেন না,চারিদেকে খোজা খোজি করতে লাগলেন কাউকে পেলেন না। তখন তিনি মনে করলেন একমাত্র আল্লাহ্ চাইলেই অর্থাৎ হায়াত থাকলেই আমি বাঁচতে পারবো। এছাড়া কোন উপায় নেই। এই কথা চিন্তা করতে করতে আনেকটা দূরে একটা তাবু দেখতে পেলেন এবং সেখানে ছুটে গেলেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি জীবনে বাঁচার একটা রাস্তা দেখতে পেলেন।

দেখলেন একজন বুজুর্গব্যাক্তি সেখানে একাই বসে আছেন। ইমাম সাহেব গিয়ে তাকে সালাম করলেন তিনি উত্তর দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন বাবা তুমি কে? উত্তরে বললেন,আমি জালালুদ্দীন! হুযুর আমি এই মরুভূমিতে বহুত বড় বিপদে পড়ে গেছি আমার সাথে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। ঐবুজুর্গ ব্যক্তি হলেন যামানার বিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা বুলকেয়ানি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু। তিনি খুব জঈফ হয়ে গেছেন চোখে ঠিক মত দেখতে পান না। কিন্তু একাই হজ্জের জন্য বেরিয়ে গেছেন। তিনি বললেন, বাবা ভালো মানুষের সাথে এধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। তুমি কোন চিন্তা করোনা। আমি নিশ্চিন্তিত হয়ে গেলাম এবং তার সাথে হয়ে গেলাম।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

তিনি বললেন আমি তো হজ্জ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমার ইন্তেকালের সময় হয়ে গেছে তাই আমি তোমাকে কিছু আমানত দিতে চায় এই বলে তিনি আমাকে একটা বাক্স দিলেন এবং বললেন এটা আমার ইন্তাকালের পরে তুমি খুলবে। বললেন মক্কা শরীফে দুটি এমন অবস্থা পাওয়া যায় যে, দুয়া অবশ্যই কবুল হয় ১)যখন তুমি প্রথম কাবা শরীফকে দেখবে এবং যে দুয়া চাইবে আল্লাহ্ পাক কবুল করবেন এবং ২)জমজমের পানি পান করার সময় যে দুয়া চাইবে সে দুয়া আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জাল্লা কবুল করেন। ইমাম সাহেব তার ইন্তেকালের পর তাকে দাফন করলেন এবং সেই বাক্স খুলে দেখলেন তার মধ্যে হযরত বুলকেয়ানি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর কৃত তাফসীর রয়েছে। আমি তা দেখে খুব খুশি হলাম। আর মক্কা শরীফের ঐ দুটি পবিত্র জায়গাতে আমি এই দুয়া করেছিলাম ইয়া আল্লাহ্ আমাকে হযরত ইবনে হাজার আস্কালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর মত মুহাদ্দীস এবং হযরত বুলকেয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু মতো মুফাস্সির বানিয়ে দেন। আর এটাই হলো আমার এত বড় আলিম হওয়ার কারণ(সূত্র- আল হাবিলুল ফাতাওয়া)।

ইমাম সাহেবের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন,আমি তার ছাত্রের সংখ্যার কোন খাস দলিল পায়নি,তবে এটা জানি যে,তিনি চল্লিশ বছর দারসে বসেছিলেন। হাজার হাজার ছাত্র তার কাছে ইল্ম শিক্ষা করেছেন। কিছু কিছু বিশিষ্ঠ ছাত্রগণ হলেন,শাইখ আব্দুল ক্বাদের শাজুলি, শাইখ শামসুদ্দীন দায়ুদী,শাইখ আব্দুল ওহাব শুরআনী আলাইহিমুর্ রাহমাহুমুল্লাহ, প্রমুখগণ।

ইন্তেকাল;-ইল্ম ও ফযল,জুহুদ ও তাক্বওয়া, দানায়ী, এবং তাহক্বীকের এই আযীম বুদ্ধিমানের ৬১ বছর ১০ মাস ১৮ দিনে,১৮ই জামাদিল উলা ৯১১ হিজরীতে সাধারণ অসুস্থতায় বাম হাতী অসুস্থতায় এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্তেকাল করেন এবং বাবুল কুরাফার বাইরে হোশ কুশুনে চির ঘুমে শুয়ে পড়েন।

সম্পাদক মহাশয় মুফ্তী নূরুল আরেফীন সাহেবের মুখ দ্বারা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা—

এই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় মিশরে জামে আজহারে অধ্যায়ন করেছেন। তিনার কথায় হযরত ইমাম জালালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর মাযার শরীফ হল জাবালে মুকাত্তামের মধ্যে। তিনি এবং তার বন্ধু শাইখুল ইসলাম প্রায়ই সেখানে গিয়ে মাযার শরীফ যিয়ারত করার পর সেখানে বসে ইমাম সাহেবের লিখিত তাফসীর জালালাইন শরীফ পাঠ করতেন। সেখানে কিতাব পড়ে যে সুকুন ও আনন্দ পাওয়া যেত আর অন্য জায়গাতে তা পাওয়া যেত না। তিনি বলেন আমি ঐজাবালে মুকাত্তাম থেকে আমার পীর মুর্শিদ জনাব জামালে মিল্লাত মাদ্দাজিল্লাহুল আযীযকে ফোন করে সমস্ত কিছু জানাতাম। তখন আমার হুযুর বলতেন আরিফ তুমি খাতেমুল হুফ্ফায রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর দর্বারে গিয়ে আমার সালাম দিয়ে দেবে এবং বলবে হুযুর আপনার লিখিত কিতাব পড়ে জামাল অনেক লাভবান হয়েছে।

এই জীবনি পড়ে কি কি শিক্ষা পেলাম?

▣ওলিরা নিজের মৃত্যুর খবর আগে থেকে জেনে নেন▣ইমাম সাহেব বহুত বড় ধরণের ওলি ছিলেন ▣ জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৭০ বারের বেশী যিয়ারত করেছেন ▣ওলিদের জন্য যমীন সংকীর্ণ হয়ে যায় তারা সেকেণ্ডের মধ্যেই দুনিয়ার যে কোন জায়গাতে যেতে পারেন▣ওলিরা ভবিষ্যতের খবরও বলতে পারেন ▣যদি আমরা ওলিদের পবিত্র জীবনী পাঠ করি তাহলে আমাদের ইসলামের উপরে চলা সহজ মনে হবে।

পরবর্তী সংখ্যাতে অন্য কোন আকাবিরীন সম্বন্ধে আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ্——

https://ashrafidotcom.wordpress.com

ফাতাওয়া বিভাগ

আপনাদের প্রশ্ন এবং আমাদের উত্তর

উত্তর দাতা;-মুফ্তী আশরাফ রেজা নঈমী,মুফ্তী নূরুল আরেফিন রেজবী, মুফ্তী সাবির মিসবাহী এবং মুফ্তী আমজাদ হোসাইন সিমনানী আশরাফী

বিষয়;-ইদ্দত চলাকালে বিবাহ করা প্রসঙ্গ

প্রশ্ন;-১)আমাদের এলাকায় একজন মহিলার স্বামী মারা গেছেন। অতঃপর একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর অন্য একজন পুরুষ তাঁকে বিবাহ করেন। প্রশ্ন হল শরীয়তের দৃষ্টিতে এই বিবাহ বৈধ হয়েছে কিনা? যদি বিবাহ বৈধ না হয় তাহলে এমতাবস্থায় তাদের করণীয় কি? (আব্দুল মান্নান-৯৮৩২৭৬৫৪৯০)।

উত্তর;-স্বামীর ইন্তেকালের পর স্ত্রী চার মাস দশদিন পর্যন্ত স্বামীর ঘরে অবস্থান করে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় অন্য কারো সাথে তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ নয়,এমনকি বিবাহ করলেও সেই উক্ত ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না বরং হারাম হবে। সুতরাং,প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় ওই মহিলার বিবাহ সহীহ হয়নি বরং তা হারাম হয়েছে এমতাবস্থায় তাদের যাবতীয় দাম্পত্য আচরণ নাজায়েজ হারাম বলে পরিগণিত হবে তাদের মলামেশা যেনা (বলাৎকার) বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য,তাদের করণীয় হল তৎক্ষণাৎ পৃথক হয়ে যাওয়া। স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় থাকা হারাম। উভয়ের জন্য তাওবা করা ও ইসতেগফার করা জরুরী।

واللہ ورسولہ اعلم

ফাওয়ালা;-আলামগীরি খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৮১,ফাতাওয়ায়ে শামী খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৮,বাদায়িউস সানায়ী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮।

প্রশ্নঃ-২)আজকাল মোবাইল এর দ্বারা যে বিবাহ সম্পন্ন করা হয়,এইরূপ বিবাহ কি শুদ্ধ হবে? যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে এভাবে বিবাহ করলে শরীয়তে এর সমাধান কি রয়েছে?

উত্তর;-মোবাইলের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদিত হওয়া অর্থাৎ ছেলে থাকে একস্থানে আর মেয়ে থাকে অন্যস্থানে। এরপর মোবাইলের দ্বারা যদি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং মেয়ে ওই প্রস্তাবকে কবুল করে,আর উভয় পাশেই মজলিসে উপস্থিত লোকজন স্পিকারের মাধ্যমে তাদের খবর শুনতে পায়, এরুপভাবে বিবাহ করা শরীয়তে বৈধ নয়। কেউ এভাবে বিবাহ করে থাকলে পুনরায় শরীয়ত সম্মতভাবে তাদের বিবাহ করতে হবে;(হাওয়ালা;-আলামগীরি খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৬৮-২৭০,শামী খণ্ড-৩,পৃষ্ঠা-৯)।

واللہ ورسولہ اعلم وعزوجل صلي الله عليه وسلم

প্রশ্নঃ-৩)একজন পুরুষের জন্য কতটুক স্বর্ণ ব্যবহার করা জায়েজ? অনেক ছেলে শুধু হাতে একটি স্বর্ণের আংটি বা গলায় একটি স্বর্ণের চেন পরিধান করে থাকে,এগুলি পরিধান করা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তর;-পুরুষদের জন্য সামান্য পরিমান স্বর্ণ ব্যবহার করাও জায়েজ নয়,কম হোক কিংবা বেশী হোক। তাদের জন্য স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। তাদের জন্য স্বর্ণের আংটি বা চেন কোনটাই ব্যবহার করা বৈধ হবে না,বরং তা সম্পূর্ণ হারাম হবে উল্লেখ্য,বিনা চেনের বোতাম যদি সোনা কিংবা চাঁদির হয়,তবে পুরুষদের জন্য বৈধ হবে(আহকামে শরীয়াত,হাওয়ালা ফাতহুল ক্বাদীর,খণ্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫)।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

মহিলা মহল

বর্তমান সময়ে অনান্য ধর্মের লোক এই বলে মুসলমান মহিলাদের উস্কানি দিচ্ছে যে, ইসলাম মহিলাদের উপরে ন্যায় বিচার করেনা। তাদের স্বাধীনতা দান করেনা। তাদেরকে শিক্ষা থেকে দূরে রাখে। তাদেরকে সমাজের খোলামেলা হাওয়াতে বসতে দেয় না। তাদের নিজস্ব কোন বিচার ধারা থাকে না,তারা মুসলিম সমাজে অবহেলিত,পদদলিত,বঞ্চিত ইত্যাদি। এই কথা শুনে কিছু নিরিহ মুসলমান মা বোনেরা ভাবতে আরম্ভ করছে হয়তো সত্যই মুসলিম মহিলারা সমাজে নিপিড়িত। কিন্তু তারা এটা জানে না যে,ক্বোরআন ও হাদীসে অতি ছোট ছোট বিষয় যেমন মশা মাছি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে,তাহলে মহিলাদের জন্য কেন আলোচনা করা হবে না? এই কথা মাথায় রেখে ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে মহিলাদের পদমর্যদা,অধিকার এবং মহিলাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের এই **সুন্নী দর্পনে** মহিলা মহল বলে একটা বিভাগ রাখা হলো,মা বোনেরা এই বিভাগে যে কোন প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। আপনাদের উত্তর দেওয়ার জন্য এই পত্রিকার সাথে যুক্ত গ্রান্ট মুফ্তী সাহেবগণ উত্তর দেওয়ার জন্য সবসময় তৈরি আছেন—

ইতি -সম্পাদক মহাশয়।

বিষয়ঃ-কন্যা সন্তানের ফযিলত

ভূমিকা

আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের পূর্বে আরব দেশ কূসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। বহু কূ-সংস্কারের মধ্যে একটা কূ-সংস্কার হল মহিলাদের উপর অত্যাচার করা,যেমন কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সেই বিধবা মহিলার উপরে যে কেউ ব্যাভিচার করত এমনকি গর্ভের সন্তান পিতার ওয়ারিস হিসাবে নিজের মায়ের উপরে অধিকার জমিয়ে তার উপর ব্যাভিচার করত। স্বামী মারা গেলে মহিলাদের সাথে পশুর মতো দূর্ব্যবহার করা হত। কোন সন্তান গর্ভে এলে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে দেওয়া হত আর যদি বুঝতে না পারতো গর্ভে পুত্র আছে না কন্যা আছে তাহলে জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করত এবং জন্মের পর দেখত যে যদি পুত্র সন্তান হতো তাহলে খুশী মানাতো এবং যদি কন্যা সন্তান হয়েছে তাহলে মনে করতো প্রতিপালকের তরফ হতে তার উপরে অভিশম্পাত হয়েছে এবং সেই সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে কবর দিয়ে দিত।

কথিত আছে যে, আরবে আরো একটা প্রথা ছিলো সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে এক বছর পর্যন্ত জীবিত রাখতো এবং এক বছর পূর্ণহলে স্বামী বলতো মেয়েটা ভালোভাবে সাজিয়ে দাও নতুন কাপড় পরিয়ে দাও এবং সম্পন্ন হলে সে কন্যাকে ভালোভাবে সাজিয়ে নতুন কাপড় পরিধান করিয়ে মরুভূমিতে এক কোমর গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হত।

শুধু আরব নয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের উপর এধরণের বহু অকথ্য অত্যাচার হতো। এমনকি আমদের ভারত বষের ইতিহাসে তার নমুনা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বিধবা মহিলাদেরকে স্বামীর সাথে চিতাতে চাপিয়ে সতিদাহ প্রথা পালন করা হত অর্থাৎ, মৃত স্বামীর সাথে বিধবা মহিলাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হতো। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং রাজা রাম মহন রায় এর বিরূদ্ধে লড়ে সতিদাহ প্রথা রোধএবং বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন। বর্তমানেও ভারতবর্ষে কিছু প্রথা এখনও হিন্দু সমাজে চালু আছে যেমন **নিয়োগ প্রথা**(যা ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন)

https://ashrafidotcom.wordpress.com

নিয়োগ প্রথা বলা হয় ঐ প্রথাকে যা দ্বারা কোন স্ত্রীর যদি সন্তান না হয় তাহলে সে ১১জন পরপুরুষের সাথে যৌন সম্বন্ধ রেখে তাদের দ্বারা ১০টি পর্যন্ত সন্তান জন্ম দিতে পারে তবে সেই পুরুষদেরকে কোন বড় পণ্ডিত হতে হবে। এছাড়া যদি ঐমহিলার দেওর অর্থাৎ স্বামীর ভাই থাকে তাহলে সে বেশী হকদার অর্থাৎ, সে আগে চান্স পাবে। বাচ্চা না হলে মহিলার স্বামী তার স্ত্রীকে কোন পণ্ডিতের কাছে নিয়ে যাবে যদি তার সহবাসে সন্তান না হয় তাহলে আবার অন্যকোন পণ্ডিতের কাছে নিয়ে যাবে এভাবে সন্তান না হওয়া পর্যন্ত পালা বদল হতে থাকবে এধরণের প্রথার বিরুদ্ধে তামিল নাড়ুর প্রফেসর পেরুমল বই লেখেন তার বিরুদ্ধে হাইকর্টে মামলা হয় কিন্তু প্রফেসার সাহেব মামলায় জিতে যান তবু জীবন বাঁচানোর জন্য সে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয়,পরে তাকে হত্যা করা হয়। মহাভারতে লেখা আছে কুন্তী তার বিবাহের পূর্বে নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে কর্ণের জন্ম দেয়। এছাড়া ঐমহাভরতেই আছে যে দ্রোপদি পাঁচ পাণ্ডবকে একসাথে বিবাহ করেছিলেন পালা বদল করে তাদের সাথে রাত্রি যাপন করতেন।(সূত্র-ইন্টারনেট)।

যাক এখন আসল বিষয়ে আসা যাক আরবে মহিলাদের উপরে অকথ্য অত্যচারের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুখে দাঁড়ালেন এবং বললেন অ্যায় সম্মানিতা মহিলা তোমাদের কোন ভয় নেই তোমরা যদি ইসলামের ছায়াতলে চলে এসো তোমাদের উপরে কোন অত্যচার হবে না। এবং মহিলাদের বাঁচার রাস্তা তৈরি করে দিলেন এবং বললেন আর কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া অভিশাপ নয় সেটা আল্লাহর রহমত।

আসুন এবারে হাদীস শরীফের দ্বারা কন্যা সন্তানদের কিছু ফযিলত লক্ষ করি।-

হাদীস শরীফ:-নারী জাতির সহমর্মতা,সদাচার এবং তাদেরকে লালনপালন করার তাগিদ দিয়ে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তির তিন কন্যা সন্তান কিংবা তিনজন ভগ্নি অথবা দুইজন বা একজন কন্যা কিংবা দুইজন বা একজন কন্যা কিংবা ভগ্নি থাকে,অত:পর সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে এবং তাদের হক্ব আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে,তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে(তিরমিযী খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-১৩)।

এ হাদীস শরীফে উত্তম আচরণ বলতে উদ্দেশ্য হলো, তাদের জন্য যেসব ওয়াজিব হক্ব রয়েছে,তা আদায় করার সাথে সাথে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন:-উক্ত হাদীস শরীফটিতে বর্ণিত সুসংবাদ তাদের জন্য,যারা কন্যা বা ভগ্নিকে বিবাহ দেওয়া সহ তাদের মৃত্যু পর্যন্ত সু-নজরে দেখবে।

উল্লখ্য যে,হাদীস শরীফটি ব্যাপক ভিত্তিক। তিন কন্যার প্রতিপালনের জন্য যেমন হাদীস শরীফটিতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এক কিংবা দুই কন্যার জন্যও অনুরূপ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

তেমনিভাবে কন্যার প্রতিপালনের ব্যাপারে যেমন এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে,অনুরূপ বোনের প্রতিপালনের বিষয়েও এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর এ সুসংবাদ হল সর্বোচ্চ পুরস্কার জান্নাত লাভ। সুতরাং, যাদের যিম্মায় কন্যা কিংবা বোনের লালন-পালনের দায়িত্ব বর্তায়,তাদেরকে এটাকে বোঝা না মনে করে পরম সৌভাগ্য হিসাবে বরণ করতে হবে।

হাদীস শরীফ:-হযরত উম্মুল মুমিনিন মা আয়িশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আল্লাহর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র যবান দ্বারা ইরশাদ করেছেন যে,যার উপর এসব কন্যা কিংবা বোনের দায়িত্ব চেপে বসে এবং এতে সে বিরক্ত না হয়ে ধৈর্যধারণ করে,তার ও জাহান্নামের মধ্যে এই দায়িত্ব পালন প্রতিবন্ধক হয়ে

https://ashrafidotcom.wordpress.com

যাবে(তিরমীযি শরীফ খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-১৩)।

লক্ষণীয় যে,হাদীস শরীফটিতে মূল ইবারাতে **উবতুলিয়া** শব্দ রয়েছে,যার অর্থ বিপদে ফেলা। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ কন্যা সন্তানকে নিজের জন্য বিপদের কারণ মনে করে বিধায় উক্ত হাদীস শরীফটিতে এরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও এ শব্দের আরেক অর্থ হলো পরীক্ষা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা কন্যা সন্তান দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন যে,কে পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয় আর কে ব্যর্থ হয়। আর এর ভিত্তিতে তার প্রতিদান নির্ধারিত হবে। কন্যা বা বোনের প্রতিপালনের মর্তবা বাণী এখানেই শেষ নয়। আরো বহু হাদীসে কন্যা ও ভগ্নির লালন-পালন,তাদেরকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদান এবং শেষ পর্যায়ে সুপাত্রস্থ করার ফজীলতের কথা বলা হয়েছে।

হাদীস শরীফ:-হযরত আয়িশা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহার অন্য রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে,তিনি বলেন, একবার জনৈক মহিলা দুটি কন্যা সন্তান নিয়ে আমার কাছে আগমন করে কিছু খাবার চাইল। কিন্তু সে সময় আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। ঐ খেজুরটি আমি তাকে প্রদান করলাম। কিন্তু সে নিজে খেজুরটি না খেয়ে তা দুইভাগ করে দুই কন্যাকে দিলেন। অতঃপর সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করলেন। আমি তাঁকে(আলাইহিস্ সালাম)ঘটনাটি শুনালাম। তখন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,যাকে এসকল কন্যা বা বোনের দ্বারা পরীক্ষা করা হয় এবং তারা পরীক্ষায় সফল হয়, তাদেরও দোজখের মধ্যে এই কন্যা-ভগ্নি প্রতিবন্ধকতার দেওয়াল হয়ে খাড়া হয়ে যাবে(বুখারী শরীফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১৯০,তিরমিযী খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-১৩)। তেমনিভাবে কন্যা সন্তানকে যথার্থ মূল্যায়নকারীর মর্যদা কত উঁচুতে,পরবর্তী হাদীস দ্বারা তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

হাদীস শরীফ:-হযরত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ-যে ব্যক্তি দুই জন কন্যা সন্তানের বোঝা বহন করবে তথা তাদেরকে উত্তমভাবে লালন-পালন করবে,আমি(আলাইহিস্ সালাম) ও সে এই দুই আঙ্গুলের মত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবো।

এই বলে তিনি(আলাইহিস্ সালাম) শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল উঁচিয়ে ইশারা করলেন(মুসলিম ও তিরমীযি শারিফাইন)।

উল্লেখিত হাদিসসমূহ দ্বারা কন্যা সন্তান অথবা বোনকে লালন-পালন করার বিশেষ ফযীলতের কথা জানা গেল। এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, সন্তানকে লালন-পালন,শিক্ষাদান ও সুপাত্রস্থ করার যেসব ফযীলতের কথা বলা হলো,তা শুধুই কন্যার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে,কিছুলোক পুত্রসন্তান জন্মলাভের আনন্দে মণ মণ মিষ্টি বিতরণ করেন। অথচ কন্যা সন্তানের সংবাদে চেহেরা ছাই বর্ণের করে ফেলে,তারা এথেকে যথেষ্ট শিক্ষা নিতে পারেন। তাহলে কন্যাসন্তানের আগমন হবে তার জন্য আনন্দের ফলক ও সৌভাগ্যের পরশমণি। কন্যাসন্তানের প্রতিপালনকারী গর্বিত পিতা কিংবা গর্বিত ভাই হয়ে এসব ফযীলত লাভের মহাসুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারি। **বিষয় নির্বাচক এম এস সাক্বাফী---।**

মা বোনেরা যারা এই বিভাগে প্রশ্ন করতে চান,এইভাবে প্রশ্ন করবেনঃ- সম্পাদক মহাশয় (মহিলা মহল বিভাগ)---নিজের প্রশ্ন লিখবেন---এবং এই নাম্বারে ওয়াটস্ অ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন;-৯১৪৩০৭৮৫৪৩ কিংবা পত্র মারফত এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন---

TOROYMASIC SUNNI DARPAN
Hakim M.A.Hossain Razvi
Umar Pur Traflq Mor,Razvi Market,P.O-Ghorshala,P.S-RaghunathGanj
Dst-Murshidabad(W.B)India,Pin-742235

https://ashrafidotcom.wordpress.com

আযান মাস্‌জিদের ভিতরে নয় বাহিরে হবে

মুফ্‌তী আশরাফ রেজা নাঈমী,রাজমহল

পাঞ্জেগানা নামযের আযানের ন্যায় জুময়ার খোতবার আযানও মাস্‌জিদের বাইরে দেওয়া সুন্নাত। যেহেতু খোতবার আযানও নির্ধারিত একটি আযান। পার্থক্য শুধু এই যে, খোতবার আযানই ছিল প্রথম আযান, পরবর্তীতে সেই আযান সানি(দ্বিতীয়)হিসাবে গন্য হয় এবং ইমামের মিম্বারের বসার পর তার সম্মুখে দেওয়া হয়। ফলতঃ আওয়াল ও সানি উভয় আযানই প্রকৃত নির্ধারিত আযান।

যা ক্বোরআন ও হাদীস এবং ফুক্বাহায়ে কেরামের তাশরীহাত বা ব্যাখায় প্রতীয়মান।

পবিত্র ক্বোরআন শরীফে আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন;-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদ;-হে ঈমানদারগণ,যখন নামাযের আযান হয় জুময়ার দিবসে,তখন আল্লাহর যিক্‌রের দিকে দৌঁড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো,এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো(সুরা-জুময়া,পারা-২৮,আয়াত-৯,কানযুল ঈমান)।

উক্ত আয়াত শরীফে আযানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা মাস্‌জিদে উপস্থিত হয়,তাদের উপস্থিতি হেতু আহ্বান বা আযান দেওয়া হয়। যেমন;-

فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ;-আল্লাহর যিক্‌রের দিকে দৌঁড়াও।

এবং وَذَرُوا الْبَيْعَ

অর্থাৎ;-বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো,

তাহলে যারা মাস্‌জিদের বাইরে রয়েছে,তাদেরকেই আল্লাহর যিক্‌রের জন্য মাস্‌জিদে দৌঁড়াতে এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। যেমন উমদাতুর রিয়ায়াহ হাশিয়া শারাহে ওয়া ক্বায়ায় আল্লামা আব্দুল হাই লখনোভী লিখেছেনঃ-

وهٰذا الاذان لاطلاع الحاضرين واحضار الغائبين عن المسجد

অর্থঃ-খোতবার আযান উপস্থিত মুসল্লিদেরকে অবগত এবং অনুপস্থিত মুসল্লিদেরকে মাস্‌জিদে হাযির করার জন্য দেওয়া হয়(উমদাতুর রিয়ায়াহ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৪৫)।

আলবাহরুর রাইকে লিপিবদ্ধ রয়েছে;-

تكراره مشروع كما في اذان الجمعه لانه لاعلام الغائبين فتكراره مفيد لاحتمال سماع بعض دون بعض

অর্থাৎ;-আযানের পুণরুক্তি হল শরীয়ত সম্মত বা জায়েজ,যেমন জুময়ার আযানের জন্য রয়েছে। কেন না যে,এটি অনুপস্থিতদের জন্য আহ্বান। তাহলে তায় পুণরক্তি লাভদায়ক। প্রথম আযান অনেক মুসল্লিগণ শুনতে নাও পেতে পারে তার আশঙ্কার কারণে(আল বাহারুর রাইক খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৭৮)।

তানভীরুল আবসার,দূররে মুখতার এবং রাদ্দুল মুহতারে লেখা রয়েছে;-

هو شرعا اعلام شخص اى اعلام للصلاة ولم يقل بدخول الوقت ليعلم الفائتة وبين يدى الخطيب

অর্থ;-শরীয়ত মতে আযান নামাযের জন্য,নির্ধারিত সময়ের জন্য নয়। যাতে ফায়িতা বা ছুটন্ত এবং খতীবের সম্মুখে আযানও শামিল হয়ে যায়(ফাতাওয়ায়ে শামী খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৫৬)।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

উপরোল্লিখিত আয়াতশরীফ এবং তার দুটি হুকুম দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়যে,আযান মুসল্লিদেরকে মাস্‌জিদের দিকে আহ্বান করানোর জন্য দেওয়া হয়।

অতএব এমন একটি স্থান থেকে আযান দেওয়া জরুরী,যেখান থেকে মুসল্লি বা নামাযীগণ স্পষ্টভাবে মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনতে পায়।

যখন মাইকের ব্যবস্থা ছিলনা,তখন অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও সাহাবায়ে কেরাম,তাবেঈন,তাবে-তাবেঈন এবং বুজুর্গানে দ্বীন রিদ্বওয়ানুল্লাহে আলাইহিম আজমাঈনদের আমল থেকে এই ৫০ থেকে ৬০ বছর পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র মাস্‌জিদের বাইরে কিংবা কোন উঁচু জায়গায় অথবা মিনারায় দাঁড়িয়ে আযান দিলে তা মুসল্লিগণ ও অনুপস্থিতদের কর্ণগোচর হওয়া সম্ভব হতো।

আসুন আমরা হাদীস শরীফ ও ফিক্বাহ শাস্ত্রের মধ্যে আযান দেওয়ার সঠিক স্থান সম্পর্কে জানি। তাতে সে আযান জুম্‌য়ার আযান হোক কিংবা অনান্য নামাযের আযান জন্যই হোক।

সহীহ হাদীস সুনান আবুদাউদ শরিফে বর্ণিত হয়েছেঃ-

حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر

অর্থ;-হযরত নফাইলি বর্ণনা করেন যে,মুহাম্মাদ ইবনে সালমান তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব হতে তিনি জুহরি হতে,তিনি সায়েব ইবনে ইয়াজিদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন,হযরত রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জুমারদিনে মিম্বার এর উপরে তাশরিফ রাখতেন হুযুরের সম্মুখে মসজিদের দরওয়াজার উপরে আযান দেওয়া হতো আর এরুপ ভাবেই হযরত আবু বাকার সিদ্দিক ও হযরত ওমারে ফারুক্ব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার সময়েও হত (সুনানে আবু দাউদ বাবুল আযান প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা:—১৫৫)।

ফুক্বাহায়ে কিরামের জামাতও মাসজিদের বাইরে, মিযানাহ্,মিনার, যোরা, ছাদ এবং দরজার উপরে আপন আপন মতার্পন করেছেন।

কাজেই মাসজিদের বাইরে আযান দেওয়া সুন্নাত এবং মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া হল মাকরুহ্। এব্যাপারে ব্যাপকহারে দলীল সমূহ বিদ্যমান,যা নিম্নে কয়েকটি লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলবাহরুর রাইক ও খুলাসাতুল ফাতাওয়াতে লেখা রয়েছেঃ-

ينبغي ان يؤذن في موضع ان يكون اسمع البحيران

وفي الخلاصه ولا يؤذن في المسجد

অর্থঃ-এমন একজায়গা হতে আযান দিতে হবে যেখান থেকে প্রতিবেশীর নিকট খুবভালোভাবে আওয়াজ পৌঁছে যায়। এবং খুলাসাতে আরো স্পষ্ঠভাবে বলা হয়েছে যে,মাসজিদের ভিতরে যেন আযান না দেওয়া হয়(আলবাহ্‌রুর্ রাইক খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৫৫ ও খুলাসাতুল ফাতাওয়া খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-৬৯)।

ينبغي ان يؤذن على المئزنه او خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد

অর্থ;-এবং উচিৎ এটাই যে,আযান দেওয়া হবে মিনারার উপরে অথবা মাসজিদের বাহিরে এবং মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া হবে না।

(আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-৫৫,ফাতাওয়া কাজী খাঁ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-৩৭)।

الاذان انما يكون في المئزينة او خارج المسجد والاقامة في داخله

অর্থঃ-নিশ্চয় আযান মিনারার উপরে অথবা মাসজিদের বাইরে এবং ইক্বামত মসজিদের ভিতরে হবে(গুনিয়াহ শারাহ্ মুনিয়া পৃষ্ঠা-৩৭৭)।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

ويكره ان يؤذن في المسجد

অর্থঃ-মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া হল মাকরুহ(হাসিয়া তাহতাবী,আলমারাকিল ফালাহ (পৃষ্ঠা-১০৭)।

আল্লামা ইতকানী গায়াতুল বায়ান শারাহে হিদায়ায় এবং ইবনুল হাম্মাম হানাফী ফাতহুল ক্বাদীর শারাহে হিদায়ায় বর্ণনা করেন।

قوله﴿اي الامام برهان الدين صاحب الهدايه﴾ والكان في مسألتنا مختلف يقيد كون المعمور اختلاف مكانهما وهو كذالك شرعاً خالاقاسة في المسجد ولا بد واما الاذان فعلي المستذنة خان لم يكون ففي فناء المسجد وقالوا لا يؤذن في المسجد

অর্থঃ-হিদায়ার লেখক ইমাম বুরহানুদ্দীন এর মত এই যে,স্থান আমার মাসয়ালায় বিভিন্ন এবং তার উপকারিতা এই যে,আযান ও ইক্বামতে স্থান প্রখ্যাত। কাজেই শরীয়তের হুকুম মুতাবিক,ইক্বামত মাসজিদের ভিতরে জরুরী। এবং আযান মি যানার উপরে যদি মিযানার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে মাসজিদ সংলগ্ন জায়গায় এবং ফুক্বাহায়ে কেরামগণ বলেন,মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া যাবে না(ফাতহুল ক্বাদীর খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২১৫)।

আরো কতিপয় দলিলাদি অবশিষ্ট থাকলো যাতে প্রকাশ্যে জুময়ার খোতবার আযান,ইমামের সম্মুখে মাসজিদের বাইরে দেওয়া সুন্নাত। পরবর্তী কিস্তে পেশ করা হবে ইনশা আল্লাহ তায়ালা।

(জারি থাকবে-------)

■❖■

-৪৬ পৃষ্ঠার বাকী অংশ-

মাসজিদে প্রবেশের দুয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ;-বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহুমাগ্‌ফিরলী যুনুবী ওয়াফ্‌তাহলী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা(ইবনে মাযা মাতান,পৃষ্ঠা-৫৬)।

মাসজিদ হতে বের হওয়ার দুয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

উচ্চারণ;-বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহুমাগ্‌ফিরলী যুনুবী ওয়াফ্‌তাহলী আবওয়াবা ফাদ্বলিকা(ইবনে মাযা মাতান,পৃষ্ঠা-৫৬)।

জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার দুয়া

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا ﷺ

উচ্চারণ;-রাদ্বীইতু বিল্লাহি রাব্বাউঁ ওয়াবিল্লাহি ওয়াবিল্ ইসলামি দিনাউঁ ওয়া বি মুহাম্মাদিন রাসুলা(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ফজিলত;-হুযুর রাসুলে আযাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যে এই দুয়াটিকে পড়তে থাকবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে (আবুদাউদ শরীফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২১৪)।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

আসুন দুয়া শেখি

---নিজস্ব প্রতিনিধি

গুনাহ মাফ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার দুয়া

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۶﴾

উচ্চারণ;-রাব্বানা ইন্নানা আ-মান্না ফাগফিরলানা যূনুবানা ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র।

অর্থ;-হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি,কাজেই আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো(সুরা-আল ইমরান,পারা-৩,আয়াত-১৬)।

আল্লাহর রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দুয়া

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

উচ্চারণ;-রাব্বানা আ-মান্না ফাগ্‌ফির্ লানা ওয়ারহামনা ওয়া আন্‌তা খাইরুর্ রা-হিমীন।

অর্থ;-হে আমাদের পালন কর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি,তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমিতো সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়ালু(সুরা মুমিনুন আয়াত-১০৯)।

যানবাহনে বসে পাঠ করার দুয়া

سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿۱۳﴾
وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

উচ্চারণ;-সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিনবূন।

অর্থ;-পবিত্র সত্তা তিনি,যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।আমরা বশীভূত করতে সক্ষ্ম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাবো(সুরা-যুখরুখ আয়াত-১৩ ও ১৪)।

জ্ঞান,ইলম ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য দুয়া

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿۱۱۴﴾

উচ্চারণ;-রাব্বি জিদ্‌নী ইল্‌মা।

অর্থ;-হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও(সুরা-ত্ব-হা আয়াত-১১৪)।

বিপদে ও মুসিবতে পড়লে দোয়া

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

উচ্চারণ;-ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিঊন।

অর্থ;-নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর সান্নিধ্যে ফিরে যাবো(সুরা বাক্বারা আয়াত-১৫৬)।

বাড়ী থেকে বের হওয়ার দুয়া

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ اِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ;-বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হি, লা হা-ওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি।

অর্থ;-আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি,আল্লাহর উপর ভরসা করছি।আল্লাহ্ ছাড়া কোন অভিভাবক ও শক্তি নেই(তিরমিযী,আবু দাউদ,মিশকাত-হাদীস নং-২৩৩০)।

আয়না দেখার দোয়া

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ

উচ্চারণ;-আল্লা-হুম্মা হাস্‌সান্‌তা খালক্বী ফা আহ্‌সিন খুলূক্বী।

অর্থ;-হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছো,তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও(আহমাদ, মিশকাত-হাদীস নং-৫০৯৯)।-বাকী অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়-

https://ashrafidotcom.wordpress.com

কুইজ প্রতিযোগিতা

পাঠকবৃন্দগণের কাছে আবেদন যে আপনারা নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর এই পৃষ্ঠাতেই লিখবেন এবং সেটা ছিঁড়ে নিম্নের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন। আপনাদের উত্তরগুলি নিয়ে লটারির মাধ্যমে ১১জনকে রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের তরফ হতে আকর্ষনীয় উপহার দেওয়া হবে।

প্রশ্ন গুলি হল;-

১)প্রশ্ন;-স্বেচ্ছায় নামায পরিত্যাগকারী বেনামাযী এক ওয়াক্ত নামায কাজা করার জন্য কত দিন জাহান্নামে থাকবে? উত্তর;--।

২)জুময়ার খোতবার আযান মাসজিদের ভিতরে হবে না মাসজিদের বাইরে দিতে হবে? উত্তর;--।

৩)নিয়োগ প্রথা কোন ধর্মে দেখা যায়? উত্তর------------------------------------।

৪)এই পত্রিকায় কোন বিভাগে বিশেষভাবে মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়? উত্তরঃ--------।

৫)হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে এই উম্মাতে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? উত্তর--।

৬)এই পত্রিকার পৃষ্ঠ পোষকের নাম কি? উত্তরঃ--।

৭)এই পত্রিকার একজন বিশেষ সদস্য যিনি প্রফেসার কিন্তু আমাদের রাজ্যের নন তার নাম কি? উত্তর----------------------------।

৮)খালি ঘরে ঢুকলে কাকে সালাম করতে হয়? উত্তরঃ--।

৯)ফারাত্ব শব্দের বাংলা অর্থ কি? উত্তরঃ---।

১০)হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে শোয়ার পূর্বে কোন সুরা পাঠ করতেন? উত্তরঃ-------------------------------------।

১১)ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু জাগ্রত অবস্থায় কতবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত পেয়েছেন? উত্তরঃ--------------------------।

উত্তর দাতার নাম;--------------------------। গ্রাম;------------------। পো;-------------। থানাঃ---------------------------------
জেলাঃ-----------। পিন নং;---------। রাজ্য;-----------। দেশ;-------------। ফোন থাকলে নাম্বার;-----------------।

কালোদাগের ভিতরের অংশে উত্তর লিখে ছিঁড়ে খামের মধ্যে ভরে নিম্নের ঠিকানায় পাঠিয় দেন;;-

TOROYMASIC SUNNI DARPAN
Hakim M.A.Hossain Razvi
Umar Pur Trafiq Mor,Razvi Market,P.O-Ghorshala,P.S-RaghunathGanj
Dst-Murshidabad(W.B)India,Pin-742235

নোট;-প্রশ্নের উত্তর এই পত্রিকাতেই আছে ভালোভাবে পড়ুন এবং সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন।

https://ashrafidotcom.wordpress.com

TOROYMASIC SUNNI DARPAN

HAKIM M.A. HOSSAIN RAZVI

Umar Pur Trafiq Mor, Razvi Market, P. O.-Ghorshala,
P.S.-Raghunath Ganj Distt. Murshidabad (W.B.) India, Pin : 742235
Mobile ; 9153630121, 9732030031, whatsapp No.: 9143078543

Par Piece Rs. 25/- **Yearly by Post - Rs. 150/-**

পত্রিকা পাওয়ার ঠিকানা

১)মুসলিম বুক ডিপো,কালিয়াচক,মালদা।
২)কালিমীয়া বুকডিপো,কালিয়াচক,মালদা।
৩)আশরাফী বুকডিপো,বুনিয়াদ পুর,দঃ দিনাজপুর।
৪)সুন্নী মিশন কুশমুণ্ডি,দঃ দিনাজপুর।
৫)মাওলানা নূরুদ্দীন রেজবী,দঃ দিনাজপুর।
৬) G.K প্রকাশনী গাওসিয়া লাইব্রেরি,কলকাতা।
৭)চিন্তীয়া লাইব্রেরী,নামুনদাই পুর,লাল গোলা,মুর্শিদাবাদ।
৮)ইউসুফ বুক হাউস,বাঁধাল জিয়াগঞ্জ,মুর্শিদাবাদ।
৯)মুফতী বুক হাউস,রঘুনাথ গঞ্জ,মুর্শিদাবাদ।
১০)ফিকরে রেজা একাডেমী,কাপসিট মাদ্রাসা বর্দ্ধমান।
১১)রেজবী কুতুবখানা,পুটখালি শরীফ,কলকাতা-১৩৯।
১২)রেজবী বুক ডিপো,ভগবান গোলা,মুর্শদাবাদ।
১৩)খানকায়ে বাসেতীয়া,শাহপুর দর্বার শরীফ,পূর্ব মেদেনীপুর।
১৪)নাজিমুদ্দীন সেখ রেজবী,বাদামতোলা মেটিয়াবুরুজ।
১৫)মুফতী আখতার আলী ক্বাদেরী,বেলাকুবা,জল পাইগুড়ি।
১৬)আজিম বুকডিপো বড় মাসজিদ,পুরুলিয়া।
১৭)যুবাইর আহমাদ লস্কর,ঝানযার বালী,চাছার,আসাম।
১৭)মাওলানা সাবির রেজবী,বিল্লাপুর সাতগাছিয়া,দঃ ২৪ পরগণা।
১৮)মাওলানা জুলফিক্বার সাহেব,সাঁকরাইল,হাওড়া
২০)জাহির রেজবী,মুম্বাই।
১৯)ওলিউল্লাহ রেজবী,ফুরকানিয়া ষ্টোর্স, S.T রোড,
নেয়ার পুলিশ ষ্টেষন,বদর পুর,আসাম,৯১০১১৪৩৩৮৩।
২০)সাইয়্যেদ আবু শ্যামা আহমেদ,করিম গঞ্জ,আসাম।
২১)মোঃ ফায়েজ আহমাদ লস্কর,হাইলা কান্দী টাউন,আসাম
২২)ফিরোজ আহমাদ লস্কর,শিলচর,আসাম।
২৩)সাইয়্যেদ বদরুদ্দোজ্জা করিম গঞ্জ,আসাম।
২৪)মুহাম্মাদ ইখলাসুর রহমান,করিম গঞ্জ,আসাম।
২৫)মুফতী আব্দুল আজীয কালিমী,ইমাম,৫তলা মাসজিদ
,কালিয়াচক,মালদা।
২৭)মুফতী বাহাউদ্দিন রেজবী আলিপুর,কালিয়া চক,মালদা।
২৮)আনোয়ার ব্রাদার্স,রামপুর হাট,বীরভূম।

ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য আজই সংগ্রহ করুন

ত্রৈমাসিক

সুন্নী দর্পণ

শিক্ষা ধর্ম বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

বাৎসরিক মেম্বার হওয়ার চেষ্টা করুন।

বিঃ দ্রঃ-যারা এজেন্ট হতে চান তাদের জন্য কম করে ৫০জন মেম্বার তৈরী করা জরুরী।

AlAshrafiLibrary
https://ashrafidotcom.wordpress.com
GEM,Islamic Research Mission

ত্রৈমাসিক সুন্নী দর্পণ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

◈ ধর্মীয় সংস্কার মূলক দলীল ভিত্তিক রুচীশীল প্রবন্ধ,নাত,মানকাবাত,সুন্নী দর্পণ পত্রিকায় স্থান পাইবে।
◈ লেখা পরিস্কার পরিছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ◈ বৎসরে যে কোন সময় নিয়মিত গ্রাহক হওয়া যায়।
◈ প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫/-টাকা মাত্র। ◈ বাৎসরিক ডাকসহ ১৫০/-টাকা মাত্র।

লেখা,বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা;-

Head Office

TOROYMASIC SUNNI DARPAN

Umar Pur Trafiq Mor, Razvi Market, P. O.-Ghorshala,
P.S.-Raghunath Ganj Distt. Murshidabad (W.B.) India, Pin : 742235
Mobile ; 9153630121, 9732030031, whatsapp No.: 9143078543
E-mail : razvi92in @gmail.com
Branch Office : Shyamsundar, Raina, Purba Burdwan, **Mobile : 9732030031**

টাকা পাঠানোর ঠিকানা;-

PNB A/C : 1767000100107888	**IFSC Code No. -PUNB0176700**
Anowar Hossain Molla	**Phone Pay - 9734373658**

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়

সুন্নী দর্পণ

(ছন্দের মাধ্যমে)——

☑সুঃ- সুন্নী মোরা ক্বোরআন,হাদীস,ইজমা ও ক্বিয়াসের অনুসারী। ☑দঃ- দয়ার নবীর ওসীলায় তা ক্বোরআন দিয়েছে প্রমাণ।
☑নঃ-নত করিনা শির সম্মুখে ছাড়া,যিনি সব মাখলুকের সৃষ্টিকারী, ☑র্প(প)ঃ- পত্রিকা সুন্নী দর্পণ পড়ুন,পড়ান রাখুন সকলের ঘরে ঘরে,
☑নীঃ- নীতি শিক্ষা হল এটা, যা খোদা প্রাপ্তির শর্ত প্রধান॥ ☑ণ(ন)ঃ-নবীর করুণায় আহলে সুন্নাত ও মাসলাকে রেজা জানার তরে॥

ফক্বীর নূরুল আরেফিন রেজবী

বিঃদ্রঃ;- এই পত্রিকার,সদস্যপদ গ্রহণ,সদস্যপদ বাতিল, লেখা সিলেক্ট,এবং যে কোন বিষয়ে শেষ ফয়সালা সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে—সম্পাদক।

Designed & Printed by.: MIA DL, Cell : 9958423551 8851655327, w: 9582458244

Visit our social media for more updates

- **Face book group:- Jago Sunni Jago জাগো সুন্নি জাগো**

Link:- https://www.facebook.com/groups/2047773562121355

- **Face book PAGE:-Islamic Research Mission for GEM**

Link:- https://www.facebook.com/IslamicResearchMissionforGEM

- YOUTUBE CHANNEL:- Islamic Research Mission

LINK:- https://www.youtube.com/channel/UCppKoUpXHSrHDDc8nBhifuQ

- **Whatsapp group :- AlAshrafiLibrary**

Link:-https://chat.whatsapp.com/CSUqhU74XNFJrj3iypuC6N

- Website:-**Islamic Research Mission**

Link:- http://islamicresearchmission.blogspot.com/

- **PDF e-Book Website :- Al Ashrafi Library**

Library of Islamic eBook

Link:-https://ashrafidotcom.wordpress.com

Pdf e Book by Nadir Biswas Ashrafi

GEM,Islamic Research Mission

AlAshrafiLibrary

Library of Islamic e-Book ashrafidotcom.wordpress.com